# বৃত্রসংহার।

[কাব্য।]

প্রথম খণ্ড।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

১২৮১ সাল।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

# বিজ্ঞাপন।

কতিপয় কারণ বশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ প্রথার অন্যথাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি পাঠকবর্গ আমার এ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তার করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিণ্টন্ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘু গুরু উচ্চারণ-ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃতশ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ

চতুর্দ্দশঅক্ষরবিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই; কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কিম্বা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে দুই চারি, চারি দুই, অথবা দুই দুই দুই করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যস্ত করিতে হইয়াছে; তদ্রূপ প্রথমে দুই চারি, চারি দুই ইত্যাদি অক্ষর থাকিলে তাহার পরবর্ত্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। যে যে স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেইখানেই কিঞ্চিৎ দোষ জন্মিয়াছে, কেবল তাদৃশ স্থলে যেখানে সংযুক্তবর্ণ ব্যবহার করিয়াছি সেই সকল পদ ততদূর দোষাবহ হয় নাই।

শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবধি আমি ইংরাজি-ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত-ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

সর্ব্বত্র সম্বোধন পদে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালাভাষায় সম্বোধন পদ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু

পূর্ব্ব লেখকদিগের প্রদর্শিত পথ একেবারে পরিত্যাগ করিতেও পারি নাই।

এ পুস্তকে বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ বিস্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যুচ্ছটার প্রকাশ ও বজ্রধ্বনির উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়া থাকে, একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রনিরূপিত বজ্র নহে। অতএব ইন্দ্রের বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করা বোধ হয় তাদৃশ উৎকট হয় নাই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিম্বা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্ব্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি। ইহার দোষ গুণ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

কলিকাতা, খিদিরপুর।<br>
১৮ পৌষ, ১২৮১ সাল।

দুষ্প্রাপ্য

# বৃত্রসংহার।

## প্রথম সর্গ।
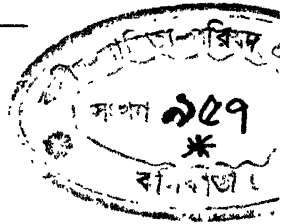
বসিয়া পাতালপুরে সর্ব্ব দেবগণ,
নিস্তব্ধ বিমর্ষভাবে চিন্তিত আকুল ;
নিবিড় ধূম্রল ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি।

শতেক সহস্র কোটি যোজন বিস্তার—
বিস্তীর্ণ সে রসাতল, বিধূনিত সদা ;
চারি দিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে নিত্য সতত উত্থিত।

বসিয়া আদিত্যগণ তমসাচ্ছাদিত,
মলিন, নির্ব্বাণ-প্রায় জ্যোতিঃ কলেবরে ;
মলিন নির্ব্বাণ-প্রায় যথা ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে সূর্য্যরথ গ্রাসয়ে অম্বরে।

কিম্বা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ্ঝটি-মণ্ডিত হ'য়ে দীপ্তি ধরে যথা,
তাম্রবর্ণ, সমাচ্ছন্ন, ধূসরিত-তনু ;
তেমতি অমরকান্তি এবে সে প্রকাশে।

ব্যাকুল, চিন্তিত-ভাব, বদন বিরস,
অদিতি-নন্দনগণ রসাতল-পুরে,
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ—
করিবে কিরূপে ধ্বংস অসুর দুর্ব্বার।

চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে ফুটে ঘন ঘন :
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন ঘন ঘনচ্ছাস
বহে যুড়ি চারি দিক আলোড়ি সাগর।

সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
আচ্ছাদি সিন্ধুর ধ্বনি গভীর আরাবে ;
দেব-নাসিকায় বহে সঘনে নিশ্বাস,
আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র গাঢ় বেগে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিলা তখন ;
কহিলা গম্ভীর স্বরে—শূন্যপথে যেন
একত্রে জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক—
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা :—

"জাগ্রত কি দৈত্যশত্রু সুরবৃন্দ আজ ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এক্ষণ ?

"হা ধিক্ ! হা ধিক্ দেব ! অদিতি-প্রসুত !
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দিতিসুত-বাস !
নির্ব্বাসিত সুরবৃন্দ রসাতলধূমে,
অনারত অন্ধকারে, আচ্ছন্ন, অলস !

"দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ-পরশে
পবিত্র অমরপুরী কলঙ্কিত আজ,
জ্যোতিহৃত, স্বর্গচ্যুত স্বর্গ-অধিবাসী,
দেববৃন্দ ভ্রান্তচিত্ত পাতাল প্রদেশে !

"ভ্রান্ত কি হইলা সবে ? কি ঘোর প্রমাদ !
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুরমর্দ্দন' আখ্যা—কিহেতু সে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে ?

"চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
অমর হইলা সবে নির্জ্জর-শরীর,
আজি সে দৈত্যের ত্রাসে শঙ্কিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে সর্ব্ব পরিহরি।

"কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন ?
ত্রাসিত করেছে যাহে সে বীর্য্য বিনাশি,
যে বীর্য্য প্রভাবে দেব সর্ব্ব রণজয়ী
শত বার দৈত্যদলে সংগ্রামে আঘাতি !

"ধিক্ দেব ! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে ;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।

"ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।

"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা ?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া ?"

কহিলা পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি।
দেবগণ স্তব্ধভাবে করিয়া শ্রবণ
কাঁপিতে লাগিলা ক্রোধে ভীষণ-মূরতি,
নাসারন্ধ্রে প্রবাহিত বিকট নিশ্বাস।

যথা সে বহ্নির স্রাব উদ্গীরণ আগে
অগ্নির-ভূধরে ধূম্র সতত নির্গত;
ঘন জলকম্প ঘন কম্পিত মেদিনী ;
পার্ব্বতী-নন্দন্ বাক্যে সেইরূপ দেবে।

তুলিয়া সুপৃষ্ঠে তূণ, পাশ, শক্তি ধরি
উঠিলা অমরবৃন্দ চাহিয়া শূন্যেতে ;
পুনঃ পুনঃ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে
ছাড়িতে লাগিলা ঘন ঘন গরজন।

সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি—দেব বৈশ্বানর,—
প্রদীপ্ত কৃপাণ হস্তে, উদ্ধত চেতস,
কহিতে লাগিলা শীঘ্র কর্কশ-ঘোষণা,
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন বাক্য-দাবাগ্নিতে।

কহিলা “হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নাহি করে
অমর-আলয় স্বর্গ উদ্ধারি বিক্রমে
স্ববীর্য্য ধরিয়া স্বর্গে পুনঃ প্রবেশিতে ?

কিহেতু দানবযুদ্ধে সন্ত্রাসিত এবে ?
ভীরুতার হেতু আর কি আছে এক্ষণ ?
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে, দৈব-নির্যাতন।

"স্বর্গ অধোদেশে মর্ত্ত, দূর নিম্নে তার
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধঃতে
অন্ধতম পুরী এই পাতাল প্রদেশ,
দৈত্য-ভয়ে তাহে এবে লুক্কায়িত সবে।

"দুঃখে বাস—ধূম্রময় গাঢ়তর তম,
ঘন প্রকম্পন নিত্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
সিন্ধুনাদ শিরোপরে সতত ধ্বনিত,
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চতুর্দ্দিকে।

"এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-বহ্নিতে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।

"অথবা কপটী হ'য়ে ধরি ছদ্মবেশ
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রৈলোক্য ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে,
মিথ্যুক বঞ্চক বেশে নিত্য পরবাসী।

"নিরন্তর মনে ভয় কাপট্য-প্রকাশ
হয় পাছে অন্য কাছে, চিত্তে জাগরিত
বিষম দুঃসহ চিন্তা, ঘৃণা লজ্জাস্কর
সতত স্বতঃই কত দুর্ব্বহ যন্ত্রণা।

"সে কাপট্য অবলম্বি যাপি চিরকাল
শরীর বহন করা অশেষ দুর্গতি ;
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে অনন্ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি কপটতা।

"অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ-লোক-নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া অঙ্কিত।

"যখনি ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,
কিম্বা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গ-বিধায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তর দহিবে।

"অথবা বর্জ্জিত হ'য়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে কন্দর্প সে যথা,
অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট-কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ শোভিত মস্তকে।

" তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হ'বে নিঃশেষ।

" অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি—
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্ব্ব গরীয়ান্
অদৃষ্টের বশতায় তাদের এ গতি !

" দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমর্ত্ত্যগণ ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,
সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ?

" নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে ?
দেব কি দানব কিম্বা মানব-সন্তানে ?
সাহসে যে পারে তার খণ্ডিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি তাহারি দাস শুন সুপর্ব্বণ।

" ধর শক্তি শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, শেল, ভিন্দিপাল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর আকর্ষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার দৈত্যেরে।"

কহিলা সে হুতাশন—সর্ব্ব-অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া ;
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল।

একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে,
কোটি বিজলীর জ্যোতি জ্বলিতে লাগিল ;
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমেষে
দেখা দিল চারি দিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।

তখন প্রচেতা—মর্ত্তে বরুণ বিখ্যাত—
উঠিল গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্য'পরে হেলাইয়া যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল।

দেখিয়া প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেবগণ যত
নিস্তব্ধ হইলা সবে—নিস্তব্ধ সে যথা
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা যবে ঝটিকা নিবাড়ে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি।

কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন—
"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে,
মহতের অনুচিত প্রগল্‌ভতা হেন,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।

"যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ-উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে ?
কে আছে পাতকী হেন দেব-নাম-ধারী
দ্বিরুক্তি করিবে এই পবিত্র প্রস্তাবে ?

" তথাপি উচিত চিন্তা করিতে সতত
পবিত্র প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ আগে ;
সামান্যের উপদেশ ফলপ্রদ কভু,
নিষ্ফল কখনও নহে জ্ঞানীর মন্ত্রণা।

" কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি ?
জগতের হাস্যাস্পদ হ'য়ে কিবা ফল ?
নিষ্ফলপ্রতিজ্ঞ লোকে নহে স্মরণীয়,
নমস্য জগতে সিদ্ধ কার্য্যেতে যে জন।

" অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে কিন্তু বাক্য-আড়ম্বরে ;
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।

" দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল, অসুরের সনে
যুঝিলে যখন স্বর্গে সংকল্প-জীবন ?

" কোথা ছিল যখন সে অসুরের শূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে ?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের হস্ত সে অস্ত্র আঘাতে ?

"অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, অভিন্ন সে দেব,
অভিন্ন অসুর সেই, সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রক্ষিছে তারে আপনার তেজে,
কি বিশ্বাসে পুনরিচ্ছা সংগ্রামে পশিতে?

"ভাগ্য নাই! নিয়তি সে মূঢ়ের প্রলাপ!
সাহস যাহার নিত্য সেই ভাগ্যধর!
তবে কেন ইন্দ্র-ধনু-তেজঃ দুর্নিবার
বক্ষেতে ধরিলা দৈত্য অক্ষত-শরীরে?

"কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বরণজয়ী
অসুরমর্দ্দন নিত্য, অসুর প্রহারে
অচেতন যুদ্ধস্থলে হইলা আপনি,
চেতনা বিলোপ যার ক্ষণকাল নহে?

"কেন বা সে ইন্দ্র আজি পূজে নিয়তিরে,
সংকল্প করিয়া গাঢ় প্রগাঢ় মানস,
কুমেরু-শিখরে বসি একাকী নির্জ্জনে,
স্বর্গের ভাবনা ছাড়ি ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত?

"দেবগণ, মম বাক্য অকর্ত্তব্য রণ
সুরপতি ইন্দ্রতেজঃ সহায় ব্যতীত;
কোন দেব অগ্রে ইন্দ্রে করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধকল্পনা হৈবে সমাপিত।"

বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখরতেজঃ—কহিলা সবেগে—
" বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন
ভাবিও কিবা সে বৈধ বাঞ্ছনীয় শেষে।

"ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্জর অমর,
অদিতি-নন্দনগণ চির আয়ুষ্মান্,
অবিনাশ্য দেববীর্য্য, দেহ অনশ্বর,
সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ প্রবাদ।

" অসুর অচিরস্থায়ী, অদৃষ্ট অস্থির ;
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু উত্তেজিত ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির আজ্ঞাবহ ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি নহে সে অক্ষয় :

" সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে জান এ সম্বাদ,
দুরন্ত দানব তবে কহ কত দিন
সহিবে সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল,
কত কাল রবে দৈত্য সংগ্রামে সুস্থির ?

" মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহব,
দহিতে দানবকুল ভীম উগ্র তেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত বহ্নিতে।

"জ্বলুক সে দেব-তেজ স্বর্গ সংবেষ্টিয়া
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায় ;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে,
পুত্রপরম্পরা দগ্ধ চির-শোকানলে।

"চির যুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোনকালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।

"অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুগুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।

"ধিক্ লজ্জা ! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর !
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া,—
স্বর্গ-বিরহিত দেব চিন্তায় আকুল !

"নাহিক বাসব হেথা সত্য সে কথন,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরো যুগকাল
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এস্থানে
হইবে থাকিতে এই চির অন্ধকারে ?

"চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হ'য়ে স্বর্গ সংবেষ্টিয়া
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে।

"স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহে
শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারীবেশে,
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।"

কহিলা এতেক সূর্য্য। ঝটিকার বেগে
চারিদিক্ হৈতে দেব ছুটিতে লাগিল
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।

অথবা যথা সে যবে প্রলয়ে ভীষণ
সংহারবহ্নিতে বিশ্ব, হ'য়ে ভস্মাকার
মেঘশূন্য অন্তরীক্ষে দিগাচ্ছাদি উড়ে,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।

সকলে সম্মত শীঘ্র ব্যোমমার্গে উঠি,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

## দ্বিতীয় সর্গ।

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর,
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥

মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,
চারি দিকে শোভা করেছে ধারণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুরভিময়।
হাসিছে কানন ফুল-শয্যা ধরি,
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা-উপরি,
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয়॥

কত ফুল-ক্ষেত্র চারি দিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে,
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।
বসন্ত আপনি সুমোহনবেশ,
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভার মেলা॥

দানব-রমণী ঐন্দ্রিলা সে খানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি।
করিছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে,
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি॥

বসিছে কখন অনুরাগ ভরে
ইন্দিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক উপরে,
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।
হাসে মনোসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি,
বসন-বন্ধন পড়িছে খসি॥

মূর্ত্তিমান ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযূষ ঢালি।
স্বরে উদ্দীপন করে নবরস,
পরশ, আঘ্রাণ সকলি অবশ,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ব্যাপৃত খালি॥

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সুঈষৎ 'টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।

নাচে মনোরমা স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
কন্দর্প-মোহন বেশ ভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি ॥

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দনকাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বল-প্রায়।
ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায় ॥

“শুন, দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস বৃথা এ সকলি,
এখন (ও) অমরা বিজিত নয়।
বিজিত যে জন, বিজয়ীচরণ
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কি ফলোদয় ॥

“তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে!
কটাক্ষে তোমার আশুপ্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে ॥

"স্বয়ম্বরা হ'য়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্রলক্ষণ,
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ।
যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়,
তখনি সফল হ'বে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নৈরাশ॥

"ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে সে বিফল হইল তাহা!
নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী, কিবা মর্ত্ত আর,
যেখানে সেখানে নিয়ত হাহা॥

"কিবা সে ভূপতি, কিবা সে ভিকারী,
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু।
পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিল না হায়,
আমায় (ও) এ দশা ঘটিল তবু!

"ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হৈত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা।

ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা।

"ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে পল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লৈয়ে বালাই।
প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই!"

বলিয়া নেহালে পতির বদন,
আধ্ ছল্ ছল্ ঢলে দুনয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।
শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয়?

"কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী মাঝ।
দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমত মাণিক মণ্ডলে,
তুমি সে তেমতি নারীতে আজ॥

" কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
ঐশ্বর্য্য, বিভব, গৌরব, খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয় ?
আর কি লালসা বল তা এখন,
আছে কি বা বাকি দিতে কোন ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয় ॥"

কহিল ঐন্দ্রিলা " দিয়াছ যে সব,
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।
মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল, দৈত্যপতি, হয়েছি কই ?

" এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমতি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।
স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীর মহত্ত্ব ভুলে না কেহ।

" রতিমুখে আমি শুনিনু সে দিন,
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেহে না ধরি।

ইন্দ্রাণী যখন আছিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি ॥

" শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে ॥

" শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।
থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই ॥

" আসিবে যতেক অমরসুন্দরী,
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি,
অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো।
এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হ'বে, দেখিবে সে রতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো ॥"

শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলানয়নে চাহিয়া,
"এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার!"
বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার?"
কহিল কন্দর্প মুখে চিরহাসি,
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্তবাসী,
নৈমিষ অরণ্যে শচী বেড়ায়।
সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে সে অরণ্যে দুঃখেতে সতত,
না পেয়ে দেখিতে সুমেরু কায়॥
"কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে,
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রত্বের শোকে,
অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ।"
শুনি দৈত্যপতি কহিলা "সুন্দরি,
পাবে শচীসহ শচীসহচরী,
অচিরে তোমার পূরিবে আশ॥"
ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
পতি-কর সুখে ধরে অমনি।

হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,
শিহরে দানব দৈত্যরমণী॥

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
নব নব রস উদ্রেক করি।

পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর অসুরী শুনিতে শুনিতে,
চমকে চমকে উঠে শিহরি॥

কভু বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার্ মার্,
আবার সমরে পশিছে যেন।

অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল
বিনাশে সংগ্রামে, ভাবিছে হেন॥

কখন করুণা-সরিতে ভাসিয়া
চলেছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোর।

যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর॥

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ,
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়।
ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে,
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয়॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে।
ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলি অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে॥

চারি দিকে ছুটে মধুর সুবাস,
চারি দিকে উঠে হরষউচ্ছ্বাস,
চারি দিকে চারু কুসুম হাসে।
খেলেরে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
প্রমোদপ্লাবনে নন্দন ভাসে॥

---

# তৃতীয় সর্গ।

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি ;
ইন্দ্রালয়ে শশব্যস্ত নানা দ্রব্য ধরি
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ছুটিয়া বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বরে সাজায় ;
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া,
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া ;
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানব পতাকা—
শিবের ত্রিশূলচিহ্ন শিবনাম আঁকা।
ঘন করে শঙ্খধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ :
চারি দিকে স্তবশব্দ ঘন ঘোর হ্রাদ।
শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গভীর ;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।
ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;
জয়শব্দে চরাচর মেরু-শীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ, গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য, আছে বিস্তারিয়া।
স্ফাটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে।

দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত ;
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।
ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তায় ;
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ গায় ;
হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে
মন্দার পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন,
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ !
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি।
সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ, দেখিছে চাহিয়া
আতঙ্কে প্রবেশদ্বারে ;—বিদ্যাধরী যত—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী বিনত—
বসন ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তন বাকি বাদন সংযুত।
সমবেত সভাতলে, করি যোড় কর
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর।

সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘশরীর:—
হেনকালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর ;
অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরাপায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন ;
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন।
প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয় ;
চারিদিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয়।
ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস:
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় ;
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে।
মন্ত্রীরে সম্ভাবি দৈত্য কহিলা তখন—
"সুমিত্র হে ভীষণেরে করহ প্রেরণ

সত্বরে অবনীতলে, নৈমিষ কাননে ;
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররামা সনে :
আমুক স্বরগপুরে অমরী সকলে ;
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে ;
কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল :
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল।
বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমারে—
শচীভ্রমে সতন্তরা না সেবি তাহারে !
সুমিত্র সত্বরে কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে করহ প্রেরণ।”
দৈত্যেন্দ্রবচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র—
“ মহিষী বাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র !
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, দনুজের নাথ,
নৈমিষ অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল।”
দৈত্যেশ কহিলা “ মন্ত্রি কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে।”
কহিলা সুমিত্র তবে “ শুন, দৈত্যনাথ,
অমর আসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত :

কহিলা প্রহরী যারা ছিলা গত নিশি
দেখেছে দেবের জ্যোতি প্রকাশিছে দিশি।
অতি শীঘ্র, বোধ হয়, দেবতা সকল
সংগ্রাম করিতে প্রবেশিবে স্বর্গস্থল ;
এ সময়ে ভীষণেরে প্রেরণ উচিত
হয় কি না, দৈত্যপতি, ভাবিতে বিহিত।
সামান্য বিপক্ষ নহে জান, দৈত্যপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি—
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম,
যত যোদ্ধা দানবের হৈবে প্রয়োজন—
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?"
শুনিয়া, হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ;
কহিলা "প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রীবর ?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার !
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া !
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ !
যাক কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ !

দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবেনা যুদ্ধে আর কখন সে জন।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।
বোধ হয়, প্রতীহাররক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা, কিম্বা নক্ষত্রপতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্য'পরে করেছে দর্শন!"
কহিলা সুমিত্র "দৈত্যপতি, অন্যরূপ
বলিলা প্রহরীগণ, কহিয়া স্বরূপ;
গগনমার্গেতে দেব-জ্যোতির আভাস
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ।
রক্ষকপ্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"
দৈত্যেশ আদেশে আ(ই)সে রক্ষক-প্রধান;
দাঁড়াইলা সভাতলে পর্ব্বত প্রমাণ।
কহিলা দানবপতি "কহ হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গত নিশি, কিবা অনুভব?"
কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ

দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ ;
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতি নহে সে আকার ;
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতি যে প্রকার :
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায় ;
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার ;
বহু দূরে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"
বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিলা, ঘুচাতে সন্দেহ,
"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলা কি কেহ ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি।"
কহিলা ঋক্ষভ, অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক।
তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়—
"দেবতা আসিছে সত্য, কিবা তাহে ভয়!

একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।
ইন্দ্র সঙ্গে নাই যুদ্ধে পশিছে দেবতা ;
বাতুল হয়েছে তারা, কিবা সে মূর্খতা !
সংকল্প করিনু অদ্য, শুন, দৈত্যকুল,
সংকল্প করিনু হের পরশি ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব করি রথের সারথি ;
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য করিবে আরতি ;
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি
অমরার পথে পথে রজঃস্নিগ্ধ করি ;
বরুণ রজকবেশে অসুরে সেবিবে ;
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে।—
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও ;
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।”
কহিয়া এতেক, বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।
এখানে ত্রিদিব যুড়ে ছুটিল সংবাদ :
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ :
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে ;
কোদণ্ডটঙ্কারে ঘন গগন শিহরে।

প্রাকারে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা—
শিবের ত্রিশূল চিহ্ন শিবনাম আঁকা।
মহা কোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল:
সাজিল সমরসাজে দানব সকল।
বৃত্রাসুরপুত্র, বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম-
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হৈতে যার অসীম সাহস;
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট শীরষে:
দেবতা আসিছে যুদ্ধে, শুনিয়া হরষে,
সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস
উৎসাহ হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ।
মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশ যুঝিয়া অমরে।
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনি মহোৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল:
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে।
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে।
স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী;
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্ব্বে কৈলা গতি।

ঐরাবণী—বল যার ঐরাবত প্রায়—
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ভ্রমে দৈত্য কোটিজন ;—
ভীষণ নৈমিষারণ্যে করিলা গমন ॥

---

## চতুর্থ সর্গ।

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষ বনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া॥
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥
স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছু ক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।

পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া!
অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন।
কিরূপে চপলা বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন॥
মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে,
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে!
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে!
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে!
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারি দিক্ বহ্নিময়,
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে!
হায় এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি,
শিলা যেন কঠোর কর্কশ!
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ!
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখি রে সকলি হেথা স্থূল!

নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল!
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ;
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত চেতা
নরলোকে সহিয়া এ দুখ!
নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান;
অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ!
বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে!
জানি সখি গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহাঝড় তরুতেই বহে।

জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হ'য়ে খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে॥
তথাপি অন্তর দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্ব কথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে!
কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে;
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে!
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে,
পার্শ্বে তাঁর নীরদআসনে!
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে!
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি,
কত দিন সখি রে না হেরি!
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু-বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি!
সুমেরু শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ।

উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্র পূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত।
নির্ম্মল কিরণ শোভা, সখি রে কি মনোলোভা,
মেরুঅঙ্গে নিত্য বরষিত!
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরশসুখকর।
চলেছে নন্দন তলে, উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে সে হৃদয় কাতর!
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দন বিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন!
জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায়!
যে পুষ্প শচীর হৃদি স্নিগ্ধ করিবারে বিধি
নিরমিলা অতুল শোভায়!
সখি রে দানবজায়া, ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন উপরে;

যে খানে অমরীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে!
হায় লজ্জা চপলারে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা,
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিলা তাহা!
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, আর কি কব অধিক,
এ পীড়ন সহিলো এ প্রাণে!
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে!
সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়!
আমার মুকুট-রত্ন, অমরে করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায়!
শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচীস্থান!
আর না আসিবে লক্ষ্মী, করেতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা পুষ্পঘ্রাণ!
ইন্দিরার প্রিয়পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা;

এবে সে ছোবে না আর, হাতে তুলে দিলে তাঁর—
শচীর পরশ এবে মলা!
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররামা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই!
কোথায় পলাব বল? কোথা আছে হেন স্থল?
এ মুখ না দেখাব কাহারে;
বরঞ্চ মানবদেহে, পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে!
ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলে সে আবার মরণ।
তবে সে ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তেরপীড়ন॥”
হেন কালে পুষ্পধনু, নিত্য মনোহর তনু,
চির হাসি অধরে প্রকাশ।
আসি শচীসন্নিধান, বাড়ায়ে শচীর মান,
ইন্দ্রাণীরে করিলা সম্ভাষ॥
চপলা হেরি সত্বর কহিলা “হে পঞ্চশর,
হেথা গতি কোথা হৈতে বল।

আছ ত আছ ত ভাল, গোরা ছিলে হৈলে কাল,
তুমি আর রতির কুশল ?
শুনি নাকি মাল্যকার হৈয়ে এবে আছ, মার !
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও ?
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও ?
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্য মনে, ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে মনোহর বেশ।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্ব্বলোকে সবাকারে,
শুন কাম এই তার শেষ ॥
ছি ছি মরি নাহি লাজ, ধরি মালাকার সাজ,
এখন(ও) সে আছ স্বর্গপুরে !
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়া ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে !”
শচী কহে “চপলা রে, গঞ্জনা দিওনা মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম।

এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পূরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্বঠাঁই,
চিরজীবী হ(উ)ক সেই জন ॥
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতন।
প্রদ্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা,
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়;
কি রূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্য সুখী নিত্য হাস্যময়!”
কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচীপ্রতি কয়।—
“সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় সে ত্রিভুবনে,
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্য স্থান ॥
সেবি সে অসুর নর, কিবা দেবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।

যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে ॥
সে কথা বৃথা এখন, আসিয়াছি যে কারণ,
শুন আগে বাসবরমণী।
আসন্ন বিপদ জানি, আপন কর্ত্তব্য মানি,
জানাইতে এসেছি অবনি ॥
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন (ও) তোমার প্রতি,
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনি'পর,
নিকটে আসিছে আশীবিষ ॥”
“ শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ,
সে কথা জানাতে আ(ই)লা মার !
স্বর্গত্যজি ধরাবাস, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ,
ইহা হৈতে অভাগ্য কি আর !”
শুনিয়া কন্দর্প কয়, “এই যদি কষ্ট হয়,
না জানি সে কি বলিবে তায়।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে, রতিসহচরী হবে,
অর্ঘ দিবে বৃত্রাসুর পায়!
ক্ষমা কর, সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি,
চেতাইতে বলিতে সে হয়।

স্বকর্ণে শুনেছি যত, ঐন্দ্রিলার মনোরথ,
তাই মনে পাই এত ভয়॥
বসিয়া নন্দনবনে, ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
'শচীরে স্বরগে আন, থাকুক আমার মান,
শচী সেবা মোরে না করিলা—
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব, বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
বৃথা নাম ঐন্দ্রিলা আমার!
শুনি শচী গরবিণী, চির সুখী বিলাসিনী,
সে গৌরব ঘুচাব তাহার।
থাকিবে স্বরগে আসি, হইয়া আমার দাসী,
হাব ভাব শিখাবে আমায়।
শিখাবে চলনভঙ্গি, হস্ত পদ দিবে রঙ্গি,
তবে মম চিত্তক্ষোভ যায়॥"
লজ্জা পায় বৃত্রাসুর, আসিতে অবনিপুর,
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে।
মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নেই
ইন্দ্রপ্রিয়া পড়িলা সে ফেরে॥"
কন্দর্প বচনে শচী, কুন্তলে ফণিনী রচি,
এক দৃষ্টে দৃষ্টি করি তায়,

স্তব্ধভাব নিরুত্তর, গণ্ড রাখে হস্তোপর,
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্ব গায়।
নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন,
নিশ্বাস না সরে নাসিকায়।
অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
কুন্তল রচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহনী,
কহে শচী চপলা চাহিয়া,
"এ নরক মম ভাগে, সখি, নাহি জানি আগে,
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া॥
দুর্গতির শেষ যাহা, শচীর হয়েছে তাহা,
ভাবিতাম সদা মনে মনে।
আরো যে শত ধিক্কার, কপালে আছে আমার,
সে কথা না উদিলা চেতনে॥
কেমনে চপলা বল, পরশিবে করতল,
দানবীর চরণনূপূর?
কেমনে গোস্তনহার, স্তনশোভা করি তার,
দিব বল্ ভুজেতে কেয়ূর?
কেমনে সুকাঞ্চী ধরি, দিব কটিতট পরি,
কেমনে সে কবরী বান্ধিব?

বিনাক কুন্তলে বেণী, কি রূপে মুকুতা শ্রেণী,
ভালে তার সাজাইয়া দিব ?
সখিরে যে জানি নাই, কি রূপে সে ভাবি তাই,
সাজাইব দানব মহিলা !
কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দেবে,
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা !
যার অঙ্গে যত্ন করে, দক্ষ-কন্যা সমাদরে,
পরাইত বসন ভূষণ,
সে আজি লো দাসী হৈয়ে, বস্ত্র আভরণ লৈয়ে,
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন !
হায় লজ্জা ! হায় ধিক ! শ্রবণেরে শত ধিক্‌ !
এ কথা কুহরে স্থান দিল।
দাসীপনা বাকি কিবা, সিংহী ছিনু হৈনু শিবা,
যখন এ শুনিতে হইল !
কেন হে কন্দর্প তুমি, আইলা মরত-ভূমি,
কেন কহ শুনালে আমায় ?
হৃদয়েতে গুরু শিলা, অনঙ্গ হে চাপাইলা,
কেন বল কি দোষ তোমায় ?
ঘটিত কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী।

আগে কৈয়ে কেন মার, অন্তরে দাসত্ব ভার,
শচীরে হে করিলে অশচী?
চপলা সত্যই কি না, সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা,
শচীর কি কেহই সে নাই!
অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় হৈত দেবতার,
দেব যক্ষ তুষিত সবাই;
তাহার এ দুর্ব্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে,
দানবেরে করিয়া দমন?
ইন্দ্র যেন তপে নিষ্ট, কোথা দেব অবশিষ্ট,
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন;
কোথা স্কন্দ হুতাশন, কোথা গণদেবগণ,
বৃথা নাম লই সে সবার?
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কি শুনিবে সবে,
শচীরে ভাবিবে কেবা আর॥
তবুও ত নিরাশ্রয় ইন্দ্রাণী এখন(ও) নয়,
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী।
সখি রে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী॥
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।

তোমার প্রসূতি, হায়! দৈত্যের দাসত্বে যায়!
রক্ষ আসি পুত্র তব মায়॥"
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ।—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা, গিরি, নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ॥—
জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিলা ক্ষণ-নিমেষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি।
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি সারসনে,
অবনিতে চলিলা তখনি॥
কন্দর্প শচীর স্থান, বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন কানন।
শচীর সান্ত্বনা আশে, চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন॥

---

## পঞ্চম সর্গ।

চপলা শচীরে কহে " শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
জয়ন্ত অদ্যাপি না আইলা কি লাগিয়া ?
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িলা আপনি !
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনি।
কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয় ;
মর্ত্ত ছাড়ি, চল, দেবি বৈকুণ্ঠআলয় ;
কিম্বা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে ;—
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু নহেক কপটে।
কমলা, অথবা গৌরী, অথবা ব্রহ্মাণী,
নিশ্চয় আশ্রয়দান করিবে, ইন্দ্রাণি।"
ইন্দ্রাণী চপলাবাক্যে কহে " কেন কহ—
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।
পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা ;
আশ্রয়দাতার গতি, মতি বুঝে চলা ;
চিন্তিত সতত ভয়ে, কুণ্ঠিত সদাই ;
পরগৃহে বাস নিত্য প্রাণের বালাই !

স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস ;—
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার !
ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, নাহি ভেদ—
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ !
শুন, প্রিয়তমা সখি, সে আশা বিফলা—
মর্ত্ত ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না চপলা।"
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি
"ছদ্মবেশে থাক তবে বাসবঘরণী।"
কহে ইন্দ্রপ্রিয়া "সখি, শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
ঘৃণিত আমার, সখি, প্রচ্ছন্ন নিবাস ;
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ।
চিরদিন যেইরূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর(ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস।

নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয়!
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন।
নিরখি চপলা চিত্তে অসীম আহ্লাদ;
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ।
ভাবিতে লাগিলা শেষে বিপুল হরিষে—
" নন্দন সদৃশ বন সৃজিব নৈমিষে।
মহেন্দ্রাণী যোগ্য তবে হইবে এ বন;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ।
কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায়;
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি;
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"
চপলা এতেক ভাবি, বিচিত্র কানন
শচীর অজ্ঞাতসারে কৈলা প্রকটন।

মোহিনী-মোহকর মহীরুহ-রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।

কাঁপিল ঝরঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মর মর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সূরয অরধ, অরধ শশিশোভা,—
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;—
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

হেনকালে ইন্দ্রপুত্র আসিয়া সেথায়,
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পায়।
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে
দেখে যদি, হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে;
অন্য আশা, অভিলাষ, ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার;—
প্রভাতে যেমন সূর্য্য-তরুণকিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্ঝটি হরণ!

পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারম্বার শিরঘ্রাণ, চিবুক আঘ্রাণ,
লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ,
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ সলিলে ;
তরু যথা নবোদ্‌গত কিসলয়-রাজি
বসন্ত প্রারম্ভে ধরে নীলপীতে সাজি ;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি
ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষস্থলে ধরি ;
শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী ;
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি সুখে চায় ;
মৃদু পরশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।
কাতর অন্তরে কহে চপলা চাহিয়া—
"দেখ, সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;
পল্বলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমতি এখন !

খোল, বৎস, খোল তব কবচ অঙ্গের ;
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে ;
স্নিগ্ধ হও কিছুকাল মহীর সমীরে ;
স্বর্গের অনিলতুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে সুস্থির ;
পাতাল বাসের ক্লেশ হৈবে অবসান
সেবিলে এ সমীরণ—খোল অঙ্গত্রাণ।”
বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিলা আপনি ;
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে, “তনয়,
এ কি দেখি, বক্ষ কেন ক্ষত চিহ্নময় ?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন—এ কি সব অস্ত্রের প্রহার ?”
জয়ন্ত কহিল “মাতা আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে ;
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবার ধরেছি বক্ষে—হৈও না ব্যাকুল—
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ বিভিন্ন না হয় ;
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।”

শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী
"বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি!
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা—
না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা!
হায় শিব! হে শঙ্কর! হে দেব শূলিন্!
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন!
হায় উমা! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই;
কি দোষ করেছি কবে কহ তব ঠাঁই?
তোমার নন্দনে, গৌরি, কত সে যতনে
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে;
পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব-সেনাপতি—
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি!
শিবের ত্রিশূল বৃত্র করিলা প্রহার!—
সেই বৃত্র, মহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার!"
কহি দুঃখে কহে শচী "আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হৈয়ে অস্ত্রধারী।
জানিলে অগ্রেতে আমি করি কি স্মরণ!
জয়ন্ত অন্যত্র কোথা কর রে গমন।
শত বার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব;
অকাতরে শচীর আসন তারে দিব;

তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।"
শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—
"জননি, ছাড়িব তোমা ? যাতনার ভয় ?
চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননি ;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণী ;
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো শতবার
তব আশীর্ব্বাদে শিবত্রিশূলপ্রহার।
কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিলা আমায় ;
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায় ?"
চপলা, শুনিয়া শচী-নন্দন-বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ, প্রকাশিলা তথা।
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।
দেখি শচী কহে "বৎস, হও রে শীতল,
ভ্রম কিছুক্ষণ এই নৈমিষ মণ্ডল ;
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছুক্ষণ শশীর কিরণে।

মহীতে মাধুরীময় সুধার সঙ্কাশ
এক মাত্র আছে অই চন্দ্রমা-প্রকাশ।
উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।”
শুনিয়া জননীবাক্য, জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন;
চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি, হেরি শশধরে।

চপলা, কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন
কানন নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।
জিজ্ঞাসিছে একজন চাহি অন্য প্রতি
“কোথায় আনিলা দূত, আ(ই)লা কোন পথি?
নৈমিষঅরণ্য কোথা? দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ;
চারু মনোহর লতা; পল্লব মধুর;
পক্ষীকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস;
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণপ্রকাশ;

কোথায় নৈমিষ বন ? অমরাবতীতে
এখন(ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আ(ই)স মহীতে !”
দূত কহে “জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈলা, তবে হারায়েছি দিশ !
হইল সে বহু দিন মর্ত্তে নাহি আসি—
হবে বা নৈমিষ এই—এবে কুঞ্জরাশি !”
হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তায় নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা “কেন, কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে ?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন আকার।
বল আগে, কার দূত, পুরুষ কি নারী ?
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব !”
ভাবিলা ভীষণ, তবে হবে এই শচী.
নিবারিতে ক্লেশ মর্ত্তে আছে স্বর্গ-রচি।

প্রফুল্ল পরাণে কহে " ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল ;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার ;
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি
পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
" আমায়, সন্দেশবহ, চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল !
শিখাব উত্তম রূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত ?
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত !"
শিব ! বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচর
" চিনেছি, চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর—
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা "—
" আবার ভুলিলা দূত " চপলা কহিলা ;

" থাক্ মেনে, আর কেনে দেও পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয় ;
অহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চুনা, দুর্ঘট ঘটনা !
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা ;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"
বলিয়া চপলা চলে ; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ, পারিজাত হস্তে যার।
দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ ;
শত শত উপবন অমরমোহন,
নিরখিলা চারিদিকে—নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায় ;
পলাশ, বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায়
সুশোভিত, নন্দনের সদৃশ শোভায় !
লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চন্দ্রক-মালায় ;
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢলি সুখে মধুভরে ;

তরুণ অরুণ, কিবা মৃদু শশধর,
জিনিয়া মৃদুল রশ্মি কানন ভিতর!
শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিস্বন
কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন!
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বৈসে ধীরবেশ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে!
গাম্ভীর্য্য প্রতিমা বিধি দেহে যেন গড়ে!—
দেখিয়া স্তিমিতনেত্র হইলা ভীষণ;
বাক্‌শূন্য, শ্রুতিশূন্য, করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি, যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানব চিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নব সূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা, দৈত্যে সেই ভাব হয়;
সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য, পরাণ!
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া;
চপলারে জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া চিন্তিয়া—
"পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী?"
চপলা কহিলা "এই ত্রিদিবের রাণী।"

ভাবিতে লাগিলা মনে ভীষণ তখন,
" সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন!
কোথায় ঐন্দ্রিলা—বুঝি, দাসীর সে দাসী
তুলনায় নহে এর, চিতে হেন বাসি।
ধন্য সুরপতি ইন্দ্র! এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায়ে আঁধার!"
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে;
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়,
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায়;
বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট,
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য, দুর্ঘট;
অনেক চিন্তিলা, স্থির নারিলা করিতে
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে।
  হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জয়ন্ত, ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে।
" অরে রে কপট দৈত্য!" বলিয়া তখন,
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ, যেন হুতাশন।
কহিলা ভীষণে চাহি কূট দৃষ্টি ধরি,
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সম্বরণ করি—

"চল্, এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল ;
নহে বৈধ স্ত্রী-জাতির সম্মুখে সমর ;—
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ব্বর !"
জয়ন্তে দেখিবা মাত্র চিন্তা গেল দূর ;
ধরিল বিকট মূর্ত্তি ভীষণ-অসুর।
গর্জ্জিল সিংহের নাদে, শেল ধরি করে ;
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।
না ছাড়িতে শেল, শীঘ্র বাসব-নন্দন
"জননি, অন্তর হও" বলিয়া, তখন
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া,
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ;
শূন্যে খেলাইয়া অসি বিজুলি আকার,
চকিতে কন্ধরমূলে করিল প্রহার।
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল উপরে।
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত।
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিল দ্রুতগতি, ভেদিয়া কানন।

দেখিয়া তাহারে, কহে জয়ন্ত কর্কশ—
" তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ।
যা রে দাস, যা রে ফিরে, দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস্—' তার ভীষণ বিকট
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল ;
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে—ধর, মুণ্ড ধর !"
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত, বিস্ময় ভাবিয়া,
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত, আনন্দচিত্ত, জননী নিকটে—
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

---

## ষষ্ঠ সর্গ।

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী ;
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল ;
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপুঃ, দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে. ভীম তেজে, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরুঅঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম ;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে ;

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল ;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে ;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে ;
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন(ও) দেবতা!
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে!

"সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয় হৃদয়ে?
মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন?

"ধিক্ আজ দৈত্য নামে! হে সৈনিকগণ!
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে!
কোথা সে সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে নিত্য জয়ী রণে?

"সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিলা কত বার অতুলবিক্রম;
নাহি স্থান বসুধায় কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে!—

"পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনি,
আশ্চর্য্য করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে;
জিনিলা স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া;—

"খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশক বৃন্দের মত—দৈত্য অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল,
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে!

"সেই পরাজিত, তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিলা সংগ্রামে;
না পার জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া—
রে ভীরু দানবগণ! নামে কলঙ্কিলা!

"স্বয়ং যাইব অদ্য, পশিব সমরে;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ—
আন্ রে সে শিবশূল—আন্ সে আমার
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা অর্পিলা শঙ্কর।"

বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রমে:
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরে নিস্তব্ধ হইয়া।

নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি,
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহিত করিয়া!

তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিত-মাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত—
কহিলা পিতারে চাহি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি ;

কহিলা—"হে তাত ! জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর !
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান, পিতা পূরাহ বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।

"যশস্বিন্ ! যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
আত্মজ আমরা তব হৈব যশোভাগী ?
কোন্ কালে আর তবে লভিব সুখ্যাতি ?

"কীর্ত্তি যাহা—বীরলব্ধ, বীরের আরাধ্য,—
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি রাখিলা রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে ?

"ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?

"জন্ম বৃথা! কর্ম্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!
কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়!

"বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ, সকলি সে বৃথা!
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের;—
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়!

"বিজয়ী পিতারপুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব, সম্পদ, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত!

"সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এস্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট;
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।

"যশোলিপ্সা কদাপিহ ভীরুর অন্তরে
উদয় হইয়া তারে করে বীর্য্যবান!—
বীরের স্বর্গই যশঃ, যশ(ই) সে জীবন;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।

"কর অভিষেক, পিতঃ এ দাসেরে আজ
সেনাপতি পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশতত্রিকোটী দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু।

"জানিবে অসুর সুরে—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"

চাহিয়া সহর্ষচিত্ত পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি—
"রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে;

"বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক!

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা;
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া!

"অনন্ততরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর ;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ ;—

"কিম্বা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!

"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত ;
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হায় কত কাল!
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে পূরাইতে সাধ।

"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ্ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর!

"যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে ;
যাও, যশঃ-বিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"

রুদ্রপীড় হর্ষচিত্ত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী ;
এ হেন সময়ে দূত, নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাতলে হৈলা উপনীত।

দূতে দেখি দৈত্যপতি, উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা "সন্দেশবহ, কহ প্রবেশিলা
কিরূপে নগরীমধ্যে, শত্রুসমাবৃত ?
বাসবরমণী শচী, ভীষণ কোথায় ?"

আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন,
কহিতে লাগিলা অগ্রে প্রবেশ-উপায় ;
চঞ্চল বায়ুতে যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি তার বিচলিত দ্রুত।

কহিলা "প্রথমে যবে আসি নগরীতে,
স্বর্গ হৈতে বহুদূর পর্ব্বতশিখরে,
হিমাদ্রি-ভূধর-অঙ্গে, প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ।

"নানা ছল, নানা বেশ, বিবিধ কল্পনা
সহযোগে ক্রমে সবে কৈনু অতিক্রম;
নারিলা চিনিতে কেহ; শেষে অতঃপর
উপস্থিত হৈনু পুরী-প্রাচীর সমীপে।

"সেখানে আসিয়া চিন্তা ভাবনা অনেক
উদ্রেক হইল চিত্তে,—জাগরিত সেথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমিছে নিয়ত দ্বার দ্বার পরীক্ষিয়া।

"আসন্ন বিপদ চিত্তে উদিল সহসা
কৌশল জটিল এক, গূঢ় প্রতারণা;—
'ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয় পারে,
হয় যুদ্ধ সেই স্থানে গন্ধর্ব্ব দানবে;

"সমাচার লৈয়ে স্বর্গে স্বত্বরে গমন
ঐন্দ্রিলা নিকটে, তাঁর পিতৃ আদেশিত,
বৃত্রাসুর বীর্য্যবান, দৈত্যকুলেশ্বর,
তাঁহার নিকটে সৈন্য সহায় প্রার্থনা।'—

"ভাগ্যবলে দেবগণ ভাবনা না করি
আদেশ করিলা মোরে পুরী প্রবেশিতে;
কিন্তু দেব-অস্ত্রবৃষ্টি পুরী-বহির্দ্দেশে,
সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত তাহে," কাতরে কহিলা।

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর
"এ বারতা, দূত, তোর অলীক কল্পনা,
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া, ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত ?"

দানব-রাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ, কম্পবিরহিত—
যথা নব কিসলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।

সুমিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর ! দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচীসহ
মঙ্গল বারতা নিত্য আশুগ-গমনা।"

নম্রমুখ, নিম্নদৃষ্টি, দূত ক্ষুণ্নমতি,
কহিলা—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার ;
নৈমিষ অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"

"ভীষণ নিহত !"—গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত, ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী !—
দম্ভ তোর এত ?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস।

"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণ,
"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত, জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি।

"শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে, অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—" দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-নিবেষ্টিত
সুবিস্তীর্ণ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার না ভেদি ব্যূহ হইবে নির্গত ?

"যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেব-অনীকিনী
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে সে সিদ্ধ সত্বরে কিরূপে
হইবে কুমারকল্প, তব অভিপ্রেত।

"অসংখ্য এ দেবসেনা, দুর্দ্দম সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে, সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অন্য অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল ব্যতীত।

"তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি ?
কুমার সংহতি অদ্য, দানব-ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
পুনর্ব্বার কি প্রকারে স্বর্গে প্রবেশিবে ?"

দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"

নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,
"পুরী রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হৈবে অসহায়।"

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলীদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র, হে এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড় ।"

রুদ্রপীড় কহে " মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জাননা কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।

" ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমরব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি,
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।

" হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;—
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ,
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"

এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া,
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশ।

অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অনুচিত,
কহিলা বা অন্য কেহ যুদ্ধ বাঞ্ছনীয়—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।

নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ তাদৃশ;
যুদ্ধই তাহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
নহেক সম্মত ছলে হৈতে বহির্গত।

নিরুপায়, কোন মতে সম্মত করিতে
না পারিয়া অন্য সবে প্রবর্ত্তিতে রণে;
অগত্যা সম্মতি দিলা হৈতে বিনির্গত
অন্য কোন বিধানেতে বিহিত যদ্রূপ।

স্থির হৈল অবশেষে কাহার(ও) বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরী মধ্যে, অবলম্বি তাহা
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।

কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন-শূল-বিরহিত।

উড়িলা কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে—
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।

বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ—দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চ সম্বোধনে
বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা।

" ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে,
গন্ধর্ব্ব সমরে তাঁর বিপন্ন জনক ;
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে।

"দেবকুল, তাহে যদি প্রকাশ সম্মতি,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,
ছাড়ি দেহ শত যোধে, যুদ্ধ পরিহরি,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"

বার্ত্তা শুনি, দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য সম্মতি প্রকাশ।

নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর—
" উচিত না হয় দৈত্যযোধে ছাড়ি দিতে,
কপট বঞ্চক অতি দিতিসুতগণ,
প্রত্যয় কর্ত্তব্য নহে তাদের বাক্যেতে।

"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে?
সেখানে থাকিলে পাশী ছাড়িত না তায়।

সূর্য্য অভিপ্রায়,—দৈত্যযোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক নির্ব্বিরোধে,
দেবযোদ্ধা কেহ কিন্তু পশ্চাতে গমন
করুক সসৈন্যে, যেন না পারে ফিরিতে।

অগ্নি কহে দুই তুল্য তাহার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তার, নাহি অনিষেধ,
সংগ্রাম নিশ্চয় দৈত্য যেই স্থানে থাকে,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ?

সতত অস্থিরমতি পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে
অভিমতি দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার(ই) সহিত।

মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য সর্ব্বতঃ বিধানে;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।

স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি, দেবের মঙ্গল,
হীনবল হৈবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।”

সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত;
বার্ত্তা লৈয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড় সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত।

মহাহর্ষ হৈল সবে; দৈত্য যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা;
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচীনিবসতি।

---

## সপ্তম সর্গ।

কুমেরু শিখরে হেথা ইন্দ্র সুরপতি,
নিয়তির পূজা সাঙ্গ করিয়া চাহিলা,—
চাহিলা বিস্ময়ে যেন, গগন ভূতলে
ভিন্নরূপ বিশ্বমূর্ত্তি হেরি অভিনব।

কহিলা বাসব—"হায় গত এত কাল!
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস!
ভাবি যেন পরিচিত পূর্ব্বের জগৎ
ধরিলা নূতন ভাব ছাড়ি চিরন্তন!

"যেখানে তরুর চিহ্ন নাহি ছিল আগে
কুমেরু শরীরে, এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নতশিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত!

"পূর্ব্বে সে নিরখি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিভূষিত,
লতা গুল্ম সমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া!

"গম্ভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেই স্থানে,
বিস্তীর্ণ মরুমণ্ডল সেথায় এখন,
সমাচ্ছন্ন নিরন্তর বালুকারাশিতে,
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ-দেহ!

"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ;
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ পথে!

"এতকাল হৈল গত, পূজি নিয়তিরে,
নিয়তি অদ্যাপি তুষ্ট নহিলা আমায়!
আদিষ্ট না হই, কিম্বা না পাই সাক্ষাৎ,
না বুঝি কেন বা ভাগ্য এত প্রতিকূল!

"আবার পূজিব তাঁরে কল্পান্ত ধরিয়া,
দেখি প্রতিকূল কত ভাগধেয় মোরে!
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সর্ব্ব পরিহরি,
বৃত্রাসুর-ধ্বংস কিসে জানিব নিশ্চিত।"

এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর
বসিতে পূজায় পুনঃ; নিয়তি তখন
আবির্ভাব হৈলা আসি সম্মুখে তাহার,—
পাষাণের মূর্ত্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়।

মাধুর্য্য কি স্নেহ কিম্বা অনুকম্পা-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিয়ত দর্শন
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।

অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত ?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট কভু ;

"অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈলা যবে,
ব্রহ্মার আদেশে আমি ধরি এ আলেখ্য ;
নাহি সাধ্য অণুমাত্র করিতে অন্যথা
লিখিত ইহাতে যথা দৈত্য কিম্বা দেবে।

"ব্যত্যয় সুচ্যগ্রভাগে হয় যদি তার,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তবে তিলেক না রবে ;
খণ্ড খণ্ড হৈবে ধরা, শূন্য, অম্বুনিধি,
পাহাড় পর্ব্বত চূর্ণ হৈবে অকস্মাৎ।

"বিকলাঙ্গ হৈবে বিশ্ব—মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণু—
বিশৃঙ্খল হৈবে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।

"বাসব, আমার পূজা কেন এ নিষ্ফল ?
বিপদে পড়িয়া এবে সমাচ্ছন্নমতি,
নির্ম্মল চেতনা দেবে কৈলা পরিত্যাগ,
তাই ভ্রান্ত চিত্তে চাহ অসাধ্য সাধিতে।"

"নাহি চাহি, ভাগ্য, তব ভবিতব্য-লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দু বিসর্গ প্রমাণ,"
কহিলা বাসব দুঃখে ;—"না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা, শুন ভাগধেয়।

"কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
বৃত্রাসুর দৈত্যপতি ; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ-সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে শেষ হৈবে অমর-দুর্গতি ?"

নিয়তি কহিলা ;—"ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে বারতা ;
অন্যের নিকটে ব্যক্ত না হইত কিছু।

"তুমি সুরপতি ইন্দ্র,—তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি, করি প্রকাশিত ;—
'ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্র-বিনাশন,
পাইবে বিশেষ তথ্য শিবপুরে যাহ।'"

এত কহি অন্তর্হিতা হইলা নিয়তি।
বাসব সহর্ষচিত্ত চিন্তি কিছু কাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপনেরে করিলা স্মরণ।

কহিলা,—" হে দেব-দুত, সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এক্ষণে যেস্থানে,
কহগে তাদের দুত, এই সুসম্বাদ ;—

" 'কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্রনাশ যে বিধানে।

" 'কৈলাসে ধূর্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-লিপি গূঢ়, বৃত্র-বিনাশন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে, ভাগ্যের ভারতী।'

" নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে,
জানিতে বিশেষ তথ্য, পিনাকীর পাশে,
গতি মম ; পুনর্ব্বার জানি সমুদয়,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব।"

বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়ে;
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ-অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশে করিলা প্রয়াণ,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।

সেথানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুকহৃদয়ে,
কি উদ্দেশে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন
সৈনিক সংহতি শত-মর্ত্তে পাঠাইলা।

শত্রুপক্ষে, প্রত্যাসারে যাইতে আদেশ,
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত;
অলীক কল্পনে দৈত্য বঞ্চিলা অমরে,
কেহ তাহে অসন্দিগ্ধ, সুসন্দিগ্ধ কেহ।

প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন, ভাবিয়া বিস্তর,
অনুভব কৈলা কিছু দৈত্য-অভিপ্রেত—
শচীর নিবাস মর্ত্তে, ইন্দ্রকুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন সাধিতে অনিষ্ট।

সন্দেহ করি এরূপ প্রচেতা তখন,
প্রকাশিলা দেবগণে দ্বিধা আপনার;
কেহ গ্রাহ্য করিলা, বা কেহ না মানিলা,
নানারূপ মতামত প্রচেতা-বচনে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,
কহিলা তখন—“ তর্ক কেন অনর্থক ?
যাক মর্ত্তে দূত কেহ, তথ্য অন্বেষিয়া
জানুক সমর কি না গন্ধর্ব্ব দানবে।

“ সমাচার প্রাপ্ত হৈয়ে কর্ত্তব্য বিধান
হইবে পশ্চাৎ ; এবে দূত যাক কেহ।”
কহিলা প্রচেতা “ কিন্তু পেয়ে অবসর
ঘটায় উৎপাত যদি, কি তবে উপায় ?”

উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি কোপে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু বিনাশিতে ;
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষতি,
কহিলা একাকী মর্ত্তে করিবে প্রবেশ।

তখন কহিলা সূর্য্য ;—“ বিভ্রাট যদ্যপি
ঘটে মর্ত্তে কোন দেবে, তবে সেইক্ষণে
স্মরণ করিবে অন্য দেবে সেইজন,
ততক্ষণ দূত কোন প্রেরণ উচিত।”

হেন আন্দোলন হয় দেবতা সকলে,
তখন বাসব-দূত, শুভবার্ত্তাবহ
স্বপন, আইলা সেথা ; শীঘ্র অগ্রসর
হৈলা আদিতেয় যত উৎসুক-হৃদয়।

সহস্রবদন দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ সম্বাদ।—

"'কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এতদিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র-নাশ যে বিধানে।

"'কৈলাসে ধূর্জ্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-গূঢ়-লিপি বৃত্র-বিনাশন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে ভাগ্যের ভারতী।'

"নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে,
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে,
গতি তাঁর; পুনর্ব্বার জানি সমুদয়
অচিরাৎ সুরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।"—

দূতের বচনে উল্লাসিত দেবগণ
মহোৎসাহে পুনরায় সংগ্রামে সাজিল;
প্রাচীর শিখরে পুনঃ দানব-পতাকী
তুলিল পতাকাকুল ত্রিশূল-অঙ্কিত।

## অষ্টম সর্গ ।

বৈজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়,
প্রকোষ্ঠ অন্তরে তায়,
ইন্দুবালা নাম রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায় ;
পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন
যেন কিসলয় চারু মনোহর,
তেমতি দেহ-গঠন !
মধুর সুষমা অতি হৃদ্যতর
সরস শিরীষ ছলে,
মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি উছলি চলে ;
(কাছে বসি রতি) করেতে ধারণ
গ্রন্থনরজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশ পরে
চারি দিকে আলা ফুল ॥

অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে,
গ্রীবাতে, উরস পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে!
অর্দ্ধভঙ্গস্বর ঘর্ম্ম-বিন্দু-ভালে
রতিরে চাহি সুধায়,
"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আসা যায়,
নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কি রণে তেঁহ?"
বলিতে বলিতে মণিবন্ধ পরে
আন মনে রাখে কর,
পরখি আয়তি, চেতিয়া অমনি,
স্মরে "শিব শিব হর॥"
কন্দর্প-কামিনী কহে "ইন্দুবালা
চিন্তা কেন কর এত;
পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত॥

সত্বরে ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে।
বীরপত্নী হৈয়ে দানব নন্দিনি,
এত ভয় কেন রণে ?”
কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস,
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
“বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে!
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে ক জন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ!
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি!”

কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে,
অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি ॥
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে ;
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে ;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার,
তুলি এই সারসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ ॥'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কতদিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ !
কটিবন্দে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ !
অতিপ্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি !
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।

আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়
মনমথ দিলা তাঁয়!
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায়!
এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ,
প্রিয়কর কতদিন
না পরশে ইহা; সমর-রঙ্গেতে
রত তিনি অনুদিন॥
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার,
সমরে শুধু নিদয়;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয়!
আমি ও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম!
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম!

ভাবিতে সে কথা  থাকিয়া এখানে,
আমার(ই) হৃদয় কাঁপে!
না জানি একাকী  গহন কাননে,
শচী ভাবে কত তাপে!
ঐন্দ্রিল-দুহিতা  সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী  দানবমহিষী,
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!
আমারে না কেন  কহিলা মহিষী,
আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে না কি তাঁর  সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায়?
কেন আ(ই)লা দৈত্য  এ অমরালয়ে,
আছিল আপন দেশ;
পরে দিয়া পীড়া  লভিয়া এ যশঃ,
কি আশা মিটিবে শেষ!
যায় দিয়া তারে,  ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি;
এ পোড়া আশঙ্কা,  এ যন্ত্রণা যত,
তবে সে থাকে না, রতি!"

রতি কহে "আহা! তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি!
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি!
দেখিলে তাহারে না জানি বা কিবা
করিত তোমার চিতে;
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে॥
সে অঙ্গ-গঠন, মুখের সে জ্যোতি,
সে চারু গ্রীবার ভান,
মহিমাজড়িত সে গুরু চলনি,
সে উরু, উরস-স্থান,
যে দেখেছে কভু চিরদিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি!
দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী!
অমরার রাণী, ইন্দ্রাণী সে শচী,
তাহারে কিঙ্করী-বেশে
রাখিবে এখানে, রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে!"

সুকুমারমতি কহে ইন্দুবালা
"হায়, রতি, কি কহিলা !
এ হেন রামারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা !
আমারে লইয়া, কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর ;
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে,
রাখিবে আমার কথা ;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখন নহে অন্যথা ॥
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী ॥
কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি,
রমণীর প্রতি বল।
চল, রতি, চল লইয়া আমারে,
যাব সে অবনীতল ॥"

কহে কামপ্রিয়া "দৈত্যকুলবধূ,
তাও কি কখন হয় ;
ভ্রমে চাঁরি দিকে সদা দেব-সেনা,
পুরীতে দানবচয় !"
"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি ?"
কহে ইন্দুবালা সতী,
"যাইতে অবশ্য আছে কোন পথ,
সেই পথে চল, রতি ॥"
ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়া
কহে "শুন দৈত্যাঙ্গনা,
যাবে ব্যূহ ভেদি বীরপতি তব,
তুমি ত যুদ্ধ জাননা।"
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি,
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে "অই শুন রতি !
অই বুঝি রণ হয় তাঁর সনে,
শুন অই কোলাহল ;
তুমুল সংগ্রাম, স্মর-সহচরি,
করে দেবাসুর দল !

নামিতে ধরায় অই কি সে পথ,
অই দিকে, স্মর-সখি ?
অই বুঝি হায় রুদ্রপীড়-ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি !
শূল - অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝিবা সে হবে অই ;
এতক্ষণে, রতি, না জানি কি হ'ল
কেমনে সুস্থির হই !
শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ !
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি
নভোদেশ আচ্ছাদিলা !
হায়, রতি, মোরে কে দেবে সম্বাদ,
কার সনে এই রণ !
অই খানে পতি আছে কি আমার ?
অনলে দহে যে মন !”
কহে কামপ্রিয়া “অয়ি ইন্দুবালা
কই কোথা রণ কই ?
স্বপনে দেখিছ সমর এ সব,
অন্তরে আকুল হই।

আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়
তোমার হৃদয়-নেতা ;
নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা,
রুদ্রপীড় নাহি সেথা ॥”
শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু,
কহে খেদে ইন্দুবালা
“পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা !
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির !
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী !
কত পিতা পুত্রহীন !
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ !
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?

দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে!”
“হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন!
পতি যে তোমার তাঁহায় হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন?”
“বলো না ও কথা, মন্মথ-প্রেয়সি,
তুমি সে জান না তাঁয়;
দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত
স্বাদু নীরধারা ধায়!
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়॥
যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি।
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চত বাণী॥

মন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস;
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস॥
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা;
এবে গুটাইয়া, আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা;
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে॥
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"
বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি,
বসিলা গাঁথিতে হার॥
"কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি,
কি মালা গাঁথিতে জান?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত,
তবু না জুড়াত প্রাণ!

দেবকন্যা যারে সেবিত নিয়ত,
সুমেরু উজ্জ্বল করি,
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসী-বেশ ধরি!
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্প-হার?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে!
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে!
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বান্ধিয়া পায়!
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায়!"
বলি বাষ্পাকুল নয়নে তখনি
মন্মথ - রমণী চলে।
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষু-জলে॥

পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল ;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল॥

কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুল-মালা হাতে, ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড় ভাবনায়॥

---

## নবম সর্গ।

হেথা দৈত্য শত যোধ
চলে শূন্যে বিনা রোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল পথে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমশঃ পথ-সংক্ষেপ
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে।
নৈমিষে জয়ন্ত লৈয়ে,
শচী অতি ব্যগ্র হৈয়ে,
জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অমরের কথা,
"কোথায় দেবতাগণ?
বাসব মেঘ-বাহন?
পাতালের সমাচার, স্বর্গের বারতা॥
অমর-অঙ্গনাগণ,
কোথায় সবে এখন?
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত?

আখণ্ডল পুনর্ব্বার
ধরিলা কি অস্ত্র তাঁর,
অথবা কুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত ?”
হেনকালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক,
অসুরের সিংহনাদ পূরিল গগন ;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগনন ॥
জয়ন্ত শুনে সে রব,
শুনয়ে যথা বৃষভ
ধাবমান অন্য কোন বৃষের গর্জ্জন ;
অথবা ঝটিকারম্ভে,
পক্ষ প্রসারিয়া দম্ভে,
শ্যেনপক্ষী শুনে যথা বায়ুর স্বনন ;
অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্ন
উচ্চৈঃশ্রবা সুপ্রসন্ন,
শুনি যথা মেঘমন্দ্র গ্রীবা বক্র করে ;
কিম্বা ফণীন্দ্রের নাদে,
শুনিয়া যথা আহ্লাদে,
গরুড় বিশাল পক্ষ বিস্তারে অম্বরে ;

শুনিয়া দৈত্য-সংরাব
জয়ন্ত তেমতি ভাব,
অরণ্য ছাড়িয়া বেগে হৈলা অগ্রসর।
কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে
কিরণ শত তরঙ্গে,
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম্ম, করিল ভাস্বর॥
রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে, "হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে,
আবার সমর-রঙ্গে,
ভেট হৈল তব সঙ্গে,
নৈমিষকাননে আজ ধরণী-উপরে॥
ছিল যে দুঃখিত মন
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন-অভাবে,
তোমার সহিত ভেটে,
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে॥
যুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে যুঝিতে,
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পূরে আশ;

হস্তী যদি দন্ত-বলে
গিরি-অঙ্গ নাহি দলে,
অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ।
সুরবৃন্দে বড় লাজ
গত যুদ্ধে দিলা, আজ
সে আক্ষেপে মনোসাধে পূর্ণাহুতি দিব ;
বাসব-নন্দন-বল,
সুরের রণ-কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব॥
রুদ্রপীড় তব সনে,
সুখ বটে যুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর ;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবেনা অন্তর॥
এ সব মশকবৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পাইলে ছিন্ন কে করে কদলী ?
তোমার সমর-সাধ,
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি॥”

রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল্ সমরের প্রথা?
বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা॥
সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী-পাশ॥
কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে পড়ে হারায়ে সম্বিৎ॥
লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে,
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার?

হারায়েছি শত বার,
হারাইব আর বার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার
সেই দীপ্ত হুতাশন?
ভয়ে যার অদর্শন
হয়ে ছিলি এতকাল, হতাশে কোথায়!
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায়?"
"বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্রে আয়,"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখ রে দানব।
ধর অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব॥"
বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার।
শতযোদ্ধা একিবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার॥

অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।
অন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥
দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষ্বেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি,
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী-শার্দ্দূল-দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী-উপর॥
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।

অসুর - জয়ন্ত - ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল॥
ধরাতল টল টল,
নদীকুল কল কল
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ন,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন॥
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিম্বা ক্ষিপ্তগ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি॥
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রায় দেহের প্রসার;

ক্রোধে যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস ;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস ॥
কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা ;
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব ॥
জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব - যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।

পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে॥
তখন বৃত্র - তনয়,
জয়ন্তে সম্ভাষি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি,
সূর্য্য হের অস্তগত
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে আইল শর্ব্বরী॥
প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুনঃ,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে রজনী।
বীর বাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়
নহে যে অবধি, শচী থাকিবে অবনী॥"
জয়ন্ত কহিলা ভাব,
"যথা তব অভিলাষ,
আমার না হৈল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব,
কর সে বিশ্রাম-লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস রজনী মম তুল্য অনুভব॥

ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী, দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি,
যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী ॥”
বলিয়া নৈমিষ মাঝে,
আবরিত যুদ্ধ-সাজে,
বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায়।
মনে মনে আন্দোলন,
করে সুখে অনুক্ষণ,
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ় চিন্তায় ॥
প্রভাতে আবার রণ,
চিন্তা মনে সর্ব্বক্ষণ,
কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গ খেলায়—
রুদ্রপীড়-বিনাশন,
দৈত্যের দর্প-দমন,
জননী-বিপদ-শান্তি, খ্যাতি অমরায়,
হিল্লোলে হিল্লোলে আসে;
কখন বা চিত্তে ভাসে,
সমর-আশঙ্কা—পাছে দানব হারায়।—

বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া,
হস্ত পদ প্রসারিয়া,
চিন্তা করে কতক্ষণে রজনী পোহায়॥
গাঢ় ভাবনায় মগ্ন,
যেন বা সে নিদ্রাচ্ছন্ন,
বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত অলসে।
পত্রের বিচ্ছেদ দিয়া,
চন্দ্র-রশ্মি প্রবেশিয়া,
মৃদু মৃদু সুশোভিত ললাট পরশে ;
শচী চপলার সনে,
আসিয়া, অনন্য মনে
হেরে তনয়ের মুখে কৌমুদী-প্রপাত।
কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মানে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত॥
চপলার কাণে কাণে,
মৃদু পবনের স্বানে,
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন !
মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে,
যেন পড়িয়াছে স্নেহে,
মন্দার - কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ॥

এই সুষমার খেলা,
চাঁদেতে চাঁদের মেলা,
আহা, আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর!
দেখা সে হইবে যবে,
কহিব তাঁহারে তবে,
দেখিলে সে কত তাঁর জুড়াত অন্তর॥
শুনে এ রণ-সম্বাদ,
করিতেন কি আহ্লাদ,
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করি কত,
স্নিগ্ধ হৈয়ে অবিরত
করিতেন স্নেহে অই বদন-চুম্বন॥
যদি থাকিতাম আজ,
অমর-বৃন্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
আজি কত মহোৎসবে,
তুষিতাম দেব সবে,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী॥
জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে,
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে,
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন।

বিষ্ণুপ্রিয়া কমলারে,
ঈশানপ্রিয়া উমারে,
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন!
একা যে করিলা রণ
সহ দৈত্য শত জন!
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড়-শূরে!
সে আনন্দে বিসর্জ্জন—
ধরাতে নৈমিষ বন—
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্তপুরে!
আবার অন্তরে ভয়,
না জানি সে কিবা হয়
কাল-যুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত;
রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্ত শরীর,
অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত!”
কহিয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলার মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘশ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া,
“তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে, দুরন্ত বড় সন্তানের মায়া!

পুত্র-মুখ যতক্ষণ
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক।
আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু মুখ নিরখি,
বিবশা হয়েছি এবে হারায়ে বিবেক ॥
অন্তরে আশঙ্কা হেন
বিপদ নিকট যেন,
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার ?
সখি, অন্য কোন দেবে
স্মরণ করিব এবে,
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার ॥"
নিশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে,
অর্দ্ধ চেতনের সঙ্গে,
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন,
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ ॥
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমতি প্রবেশ করে
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন।

উন্মীলিত নেত্রে বসি,
হেরি অস্তপ্রায় শশী,
কহিলা, জননীপদ করিয়া বন্দন,
"প্রভাত হইল নিশি,
প্রকাশিছে পূর্ব্ব দিশি
দেখ, মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে ;
পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর,
না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রাম-স্থলে দানবের আগে॥"
শুনি শচী শতবার
শিরঘ্রাণ লৈলা তার,
যতনে অঙ্কেতে পুত্রে করিলা ধারণ।
কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশিস্ করি অনন্ত,
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন॥
কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে উদয় হয়,
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির!
যত চাই পূর্ব্বপানে,
ততই যেন পরাণে
অরুণকিরণ বিন্ধে সুপ্রখর-তীর!

না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক-উদয় ;
বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন - মহী - শরীর
সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসিময় !
নিমেষে নিমেষে চিতে
ইচ্ছা হয় নিরখিতে,
তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন !
কাছে আছ ভাবি এই,
ভাবি পুনঃ কাছে নেই,
কোলশূন্য হৈল যেন ভাবি বা কখন !
কখন(ও) সে শুনি ভুলে,
তুমি যেন শ্রুতিমূলে
'জননি, জননি' বলি করিছ নিনাদ।
কেন হেন হয় বল,
নেত্র-কোণে আসে জল,
কভু ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ॥
একাকী যাইবে রণে,
ছাড়িতে না লয় মনে,
অন্য কোন দেবে এবে করিব স্মরণ।"

বলিয়া অধিক স্নেহ,
ভুজেতে বান্ধিয়া দেহ,
হৃদয়ের কাছে আনি করিল ধারণ॥
জয়ন্ত কহিল "মাতঃ,
হবে না বিপদ - পাত,
স্নেহেতে ভাবিছ এত আশঙ্কা বৃথায়।
একাকী এ যুদ্ধে যাব,
নহে বড় লজ্জা পাব,
দেবদৈত্যে উপহাস করিবে আমায়॥
বৃত্রসুতে কি ভাবনা?
আমিও জানি আপনা,
কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম।
স্মরি অন্য কোন দেবে,
জননি, না কর এবে
বৃথা কৈনু গত কল্য যত পরিশ্রম॥
দেখ মাতঃ সূর্য্যোদয়,
বিলম্ব উচিত নয়,"
বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল-চরণ
যুদ্ধ স্থানে কৈলা গতি,
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি,
অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু, আকুল-বচন॥

নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত,
রুদ্রপীড় উৎকণ্ঠিত,
ভাবিছে কি হৈবে পুনঃ সমরে সে দিন।
ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত,
নবতি হইলা হত,
জীবিত যে কয়জন, শ্রান্তিতে মলিন ॥
কখন(ও) বা ভাবে ভ্রমে,
জয়ন্তের পরাক্রমে,
রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ফল ;
ইন্দ্রহস্তে হৈবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল ॥
এইরূপ চিন্তান্বিত,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত,
প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়া শঙ্কর—
হয় মৃত্যু নয় জয়,
নহিলে কভু নিশ্চয়
ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর ॥
ভাবিতে ভাবিতে চায়,
জয়ন্তে দেখিতে পায় ;
সত্বরে লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্য বীর

অগ্রসর হৈলা রণে,
রণ-শঙ্খ ঘনে ঘনে,
আবার নিনাদি শূন্য করিল অস্থির ॥
দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ।
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
আবার ভুবন স্তব্ধ,
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র-সংঘর্ষণ।
আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল-যুদ্ধ-সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জলস্থল;
দগ্ধ হৈল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত-মূল,
ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল ॥
জয়ন্ত দানব-মাঝে,
যুঝিছে তেমতি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয়
গরুত্মান্ মহাবীর,
ফণীন্দ্রে করি অস্থির,
প্রবেশি পাতালপুরে ভুজঙ্গমময়।

চারিদিকে আশীবিষ
ফণা ধরি অহর্নিশ,
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,
গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘূর্ণন॥
এরূপে পূর্ব্বাহ্ন গত,
জয়ন্ত-শরে নিহত
আবার দানব-পঞ্চ পড়িল ভূতলে—
পড়ে যথা ধরাধর,
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমি'পর—
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে॥
তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত-ভুরূ-কেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,
ভীষণ হুঙ্কার-রবে,
শূন্যেতে তুলিলা তবে,
প্রকাণ্ড দ্রুঘণ এক মুষ্টিতে থমকি,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।

না করিতে সম্বরণ,
জয়ন্ত - অঙ্গে পতন
হইল প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শৈলের আকার ॥
না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিজুলি হার
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন !
কিম্বা যেন রাশীকৃত
চন্দ্র-রশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন !
শিরীষ - কুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গারদীপ্তি মিশায় যেমন !
মৃত্যুহীন দেব-কায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল।
নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চল হইয়া তথা,
রেণু-ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল ॥

উল্লাসে দানব দল,
জয়শব্দ কোলাহল-
নিনাদে, অবনি শূন্য কৈল বিদারণ।
. শিহরে যেমন প্রাণী,
শববাহী - হরিধ্বনি,
গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ,
তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,
চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া॥
"হা বৎস জয়ন্ত" বলি,
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয় ;
কোলেতে করিল তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দহীন হয়।
না বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,

নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন
কমল পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে ॥
অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক-নির্ঝর ;
যেন কল কল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত-নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত-প্রস্তর ॥
না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তর-মূর্ত্তি অর্দ্ধ-অচেতন।
পুত্রতনু কোলে ধরি,
নিরখে নয়ন ভরি,
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন।
যত দেখে পুত্রমুখ,
তত বিস্ফারিত বুক,
ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন ;
বারিভারাক্রান্ত মেঘ
ভেদিলে কিরণ-বেগ,
প্রকাশয়ে সূর্য্য যথা, দেখিতে তেমন ॥

নিকটে চপলা সখী,
শচীর মুখ নিরখি,
স্তব্ধভাব উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে না পায়,
নয়নে অশ্রুর ধার,
গলিত যেন তুষার,
বদন উরস বহি দর দর ধায়॥
ভাবে দৈত্যসুত মনে,
চাহিয়া শচীবদনে,
পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ;
ধরিতে না উঠে কর,
চরণ হয় অচর,
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ?
বুঝি বা নিষ্ফলে যায়
জনকের অভিপ্রায়,
সমরের এত ক্লেশ, এত যে আয়াস !
জয়ন্ত সমরে হত,
সুধু সে সুখ্যাতি কত ?
বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত-অভিলাষ॥
চিন্তা করি ক্ষণকাল,
নিকটে ডাকে করাল,
অনুচর দৈত্যে এক নিকষ্কর নাম।

চিত্তে নাহি দয়ালেশ,
খল পামরের শেষ,
তারে আজ্ঞা দিলা পূরাইতে মনস্কাম।
উল্লাসে দানব ক্রূর,
সর্প যেন ছাড়ি দূর,
শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন,
ভুজঙ্গ জড়ায় যেন,
করেতে কুন্তল হেন
জড়ায়ে, তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ
হায় মতঙ্গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল লতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচীকলেবর!
করিয়া উল্লাসধ্বনি,
মুহূর্ত্তে ছাড়ি অবনি,
উঠিল অচলপথে দানবের দল;
শিখরে শিখরে পদ,
এড়ায়ে কন্দর নদ,
শূন্যমার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল।

সংহতি চলে চপলা,
আকাশ করি উজলা,
ক্রন্দন-নিনাদে পূরি অন্তরীক্ষদেশ ;
ছাড়িয়া উদয় - গিরি,
নানা শৈলশিরে ফিরি,
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ।
রুদ্রপীড় অগ্রসর,
শঙ্খে ঘন ঘোর স্বর
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন ;
শুনিয়া দনুজ যত,
প্রাচীরে প্রাচীরে শত
শত কম্বু-নাদ করে নিস্বন ভীষণ।
সে নাদ পশিল কাণে,
বাজিল শচীর প্রাণে,
সহসা ঘুচিল স্তম্ভ, চেতনা জাগিল ;
স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,
উত্থিত হইয়া চিতে,
চিন্তা সরিতের স্রোত উথলি চলিল।
"কোথায় জয়ন্ত হায়!"
বলি চারি দিকে চায়,
"কে করিল শূন্যকোল, কে হরিল তোরে!

"বিপদে রাখিতে মায়
আসিয়া, ফেলিলি তায়
অকূল আঁধারময় শোকসিন্ধু ঘোরে!
কি দেখিতে আসি হেথা,
হে ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রচেত',
কই কোথা আমার সে জিনি পারিজাত?
জয়ন্ত কুমার কই,
শচীর নন্দন কই,
দেবরাজ-পুত্র কই—হায় রে বিধাতঃ!
হা শঙ্কর উমাপতি!
হা বিষ্ণু কমলাপতি!
হায় গৌরী, হায় রমা, হায় বাগ্‌বাণী—
শুষ্ক আজি অকস্মাৎ,
শচী-হৃদি-পারিজাত,
কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
এসো সে দেখিবে এবে,
দানবের পদ সেবে,
দুঃখিনী সহায়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া!
কোথায় ত্রিদশকুল!
কোথা আদ্যাশক্তি মূল!
দনুজপরশে শচী—কলুষিত-কায়া!"

বলি কান্দে ইন্দ্রপ্রিয়া,
ঘৃণাতাপে দগ্ধহিয়া,
প্রজ্বলিত শোকানল-শিখায় অস্থির;
"হা জয়ন্ত" বলি চায়,
নাসাপথে বেগে ধায়
উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর।
বহে চক্ষে জলধারা—
যথা সে ত্রিলোক-তারা
ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে
বহিলা অনন্ত স্বেদি,
ব্যোমকেশ জটা ভেদি,
বিপুল তরঙ্গে ভাসাইয়া ঐরাবণে।
শচীর ক্রন্দন-নাদে,
ত্রিলোকের জীব কাঁদে,
ব্যাকুলিত কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী;
ব্যাকুলিত রসাতল,
ব্যাকুল অবনীতল,
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগত পূরি।
যথা মহাবাত্যা যবে
ধ্বনি করে ঘোর রবে,
ঘন বেগে ঘন ধারা, মারুত-গর্জ্জন;

কখন বা হয় শান্ত,
কখন দাপে দুর্দ্দান্ত,
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বর্ষণ ;
শচী কান্দে সেই বেশ,
শূন্যে আকর্ষিত-কেশ,
বৃত্রাসুর-দূত আসি রুদ্রপীড়ে কয়,
"প্রবেশ অমরাবতী,
দেখ সে দেব-দুর্গতি,
সমরে অমর সহ দানবের জয়।"
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।
দেখিতে দেখিতে চলে,
বৃত্রাসুর-সভাতলে,
নিকন্ধর শচীদেহ সেখানে রাখিল ;
শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে যেন উঠি দাঁড়াইল।

## দশম সর্গ।

হেথায় কুমেরুগিরি ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ-আদি অস্ত্রে হৈয়ে সুসজ্জিত,
চলিলা কৈলাসপুরে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য যেথা বিরাজিত উমা, উমাপতি।

উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি, পর্ব্বতমালা, তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্যে যেমন
সুবিচিত্র বেশভূষা, চারু অবয়ব।

নীলবর্ণ-শোভাপূর্ণ বিপুল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি ;
শত শত অরণ্যানী কত শোভাময়
চারি দিকে শোভে কত শ্যামল বিটপে।

কত বেগবতী নদী বেণী প্রসারিয়া
ঢালিছে ধরণী-অঙ্গে বিমল-তরঙ্গ,
বেষ্টন করিয়া গিরি, নগরী, কানন—
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

মেঘের আকার, স্তরে স্তরে কত শোভে
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ্‌ঝটি-আবৃত,
মণ্ডিত শিখর-দেশ ভানুর ছটায়—
ব্যাপিয়া ধরণী-অঙ্গ দৃশ্য সুললিত!

হিমাদ্রির উচ্চ-শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত—
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিত হইলা কভু পবিত্র ভারতে—

দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখীর মুখে
ধায় ভাগীরথী-ধারা, দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিৎ-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্যপ্রিয়-দেশ।

ক্রমে ব্যোমগর্ব্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্যচারিধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করিয়া গগন।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো ঊর্দ্ধ শূন্যদেশে, অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু বেষ্টিয়া ভাস্করে।

সে সকলে রাখি দূরে কান্তি মনোহর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া অরুণে,
সপ্ত কলানিধি সঙ্গে গ্রহ শনৈশ্চর।

দেখিলা সে কত শশী, কত গ্রহ হেন,
ব্যোমমার্গে ভ্রমে সদা ফুটিয়া ফুটিয়া,
উজ্জ্বল কিরণমালা জড়ায়ে অঙ্গেতে,
অপূর্ব্ব ধ্বনিতে শূন্য করি আনন্দিত।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি
সুদূর নক্ষত্রতুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
নিম্নদেশে ছাড়ি চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর।

অদৃশ্য হইল শেষে—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।

শব্দশূন্য, বর্ণ-শূন্য, প্রশস্ত, গভীর,
ব্যাপৃত সে অন্তরীক্ষ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে, পূরি চতুর্দ্দিক,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মূর্ত্তি ছায়ার আকারে।

বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক যুড়ি
বিদ্যমান সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত-শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অঙ্গ, প্রশান্ত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা ;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি।

গাঙ্গেয় সলিল-কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজূটে—ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি-অচল-অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিমবরিষণ।

বসিয়া নিমগ্ন-চিত্ত গভীর কথনে ;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বাম দেশে ;
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে কহেন তত্ত্ব গৌরীরে শুনায়ে ;—

যে হেতু হইলা সৃষ্টি, সৃষ্টি যে প্রকারে,
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি-সংস্থাপনা।

পুরুষপ্রকৃতিভেদ হৈলা কোন কালে,
হইলা বা কি কারণ, কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিবা নাহি ছিল সে ভেদ অগ্রেতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ একত্রিত।

কতকাল কোন বিশ্ব হইল সৃজিত,
সৃষ্টির আরম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকার ;
কেন বা জগতে সর্ব্ব অস্থায়ী সকলি,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।

কি রূপে অণুরেণুতে জীবন-সঞ্চার
হইলা আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল ;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা প্রকৃত সতত।

এই বিশ্ব নরদৃশ্য—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর ;
নরদেহধারী প্রাণী মনুর সন্ততি
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর শেষে।

পাপ পুণ্য কিসে হয় ; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট অধীনগণে ঘটে কিবম্বিধ ;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ-পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে।

অন্য জীব-আত্মা নর-আত্মায় কি ভেদ ;
কি ভেদ মানবদেবে চিন্তা বাসনায়,
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ, মুক্তি কি নির্ব্বাণ,
দেবতা, মানব, দৈত্য মাঝে কি প্রভেদ।—

এইরূপ দেবনর-চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ
কহিছেন ভবানীরে, ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে ;
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।

এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী গঙ্গাধর,
মহা ঘোর শূন্যগর্ভে, কৈলাসভুবনে ;
হেনকালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা, উমাপতি হরে।

বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তায় কৈলা সম্ভাষণ ;
জিজ্ঞাসিলা "কি কারণে গত এত দিন
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে ?

"কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ?
সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ শুষ্ক যেন সমাধিতে,
কিম্বা যেন বহুকাল ছিলা রণস্থলে,—
কি বিপদ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে ?"

কহিলা মেঘ-বাহন—"হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা—দেব-নির্যাতন
কি করিলা বৃত্রাসুর মৃত্যুঞ্জয়বরে,
সমরে অমরাবতী জিনিয়া প্রতাপে ?

"দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
দেবমৃত্যু—মহামূর্চ্ছা-যন্ত্রণা-পীড়িত,
চিরঅন্ধতমপুরী পাতালে তাড়িত—
সুরভোগ্য স্বর্গধাম দৈত্যপুরী এবে !

"শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাস নিত্য, একা অনুদিন ;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা, কাহার আশ্রিত।

ত্রিদিব-বিজয়াবধি নিয়তি পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম এতকাল কুমেরুতে,
পরাজিত, পরাশ্রিত, শক্র-তিরস্কৃত—
বিপদ ইহার হৈতে কি আর ভবানি!

ভুলিলা কি, মহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে ? ভুলিলা বাসবে ?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে পর্ব্বতনন্দিনি—
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি সে পুত্র ষড়াননে ?

ভাবি নাই, জানি নাই, বিপদ নূতন
হৈল কিনা উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষ পথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস-উদ্দেশে।”

ভবানী কহিলা “ সত্য অহে মঘবান্,
ভ্রান্ত হৈয়ে এত দিন তত্ত্ব-আলোচনে
ছিলাম উমেশ সঙ্গে রত এইরূপে ;—
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব শ্রবণে।

কি কব সে মৃত্যুঞ্জয়ে, সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন নিত্য এই চিন্তাসুখে।

" এতক্ষণ, ইন্দ্র, তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নিবিষ্ট চিত্ত তথাপি তেমতি,
উমাপতি এখন(ও) সে সংজ্ঞা-বিরহিত।

" অমরে যন্ত্রণা এত দিলা বৃত্রাসুর !
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা সে তুমি !
শচীর ধরায়-বাস অরণ্য ভিতরে !
কার্ত্তিকেয় মহামূর্চ্ছা-যাতনা-পীড়িত !

" ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট দৈত্য দুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ, তিরস্কারি দেবে,—
করেন এখনি দৈত্য-নিধন-উপায়।"

এত কহি কাত্যায়নী চাহি বামদেবে
কহিলা—" শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভুবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বর-পুষ্ট বৃত্র-দৈত্যের পীড়নে।

" হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমরবৃন্দে, দৈত্যে দিয়া বর ;
দেখ সে এখন স্বর্গ হৈল ছারখার—
দানব-দৌরাত্ম্যে দেব না পারে তিষ্ঠিতে।

"মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ-বিরহিত,
দেব দেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতী-নন্দনে,
আছ নিত্য এই ধ্যান-চিন্তা-নিমীলিত।

"রক্ষিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হৈয়ে তবে কেন দুরাশয়ে
বর দিয়া, পাড় এত বিষম উৎপাৎ ?
উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন উপায়।"

ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা "হে হৈমবতী, বৃত্রের সংহার
এখন(ও) কি না হইল ? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন(ও) কি সুরবৃন্দে করে নিষ্পীড়ন ?

"রহ, গৌরী, ক্ষণকাল" বলি চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি "শুন হে বাসব,
দুঃখ-অবসান তব হইবে সত্বরে—
বৃত্রের নিধন ব্রহ্ম-দিবা অবসানে।"

ইন্দ্র কহে "দেবদেব, জানি সে সম্বাদ
অদৃষ্ট পূজিয়া বহুকষ্টে বহুকাল ;
আদেশে তাঁহার এবে আসি এ কৈলাসে,
বৃত্রের নিধন কিসে, জানিতে উপায়।

"ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবা বুঝিতে
বৃত্রাসুর হস্তে রণে হৈয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।

"আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি
নাহি পারি—না সম্ভবে আখণ্ডলে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত-বেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।

"ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নহে পরাজয়,
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্ষুক যাদৃশ।

"এ কোদণ্ড-তেজে দৈত্য না বধেছি কারে?
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে,
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি!"

কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীম তেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক;
ইন্দ্রের পরশে গাঢ়, চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ।

সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়,
অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল ;
পতঙ্গ কীটের তুল্য নহে যে পরাণী,
শত্রু-নির্যাতনে মৃত্যু শ্রেয় ভাবে সেহ।

মহা বীর্য্যবান ইন্দ্র, দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হৈয়ে, হৃতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্ততাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে।

শুনে উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া,
ইন্দ্রের কাতর-উক্তি, চিত্তে তীব্র বেগ ;
হেনকালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে চেতায়ে শঙ্করে।

খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডল করে,
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে পড়িল,
সহসা হৃদয়াকৃষ্ট হইল সবার,
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ।

জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
"কেন হৈমবতি হেন হৈল অকস্মাৎ ?
বিপদে স্মরণ শিবে কৈলা কোন্ জন ?
সহসা মস্তকে জটা কম্পিত কি হেতু ?"

না ফুরাতে শিববাক্য, কহিলা পার্ব্বতী
"হে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ.
বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে—
নৈমিষ হইতে দৈত্য-বলে অপহৃত"—

ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
তুলিয়া কার্ম্মুক শূন্যে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—
স্বর্গ-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।

"তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল," বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হৈয়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব,

যবে বাত্যা-উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি চতুর্দ্দিক দৃঢ় পাষাণ ভিত্তিতে।

গর্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাব কিছু,
কহিলা "ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষে তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এতদিনে, মৃত্যুঞ্জয়ী দেব?

"পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা হেতু যাই তাহে করহ নিষেধ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের কলঙ্ক
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাসুর কাছে?

"কেন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে?—কেন, হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রনা ভুগিতে?

"শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে?
অমরে অপ্রীতি সদা, সম্প্রীতি অসুরে?
এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর?
স্বজনের শত্রু যাঁর মিত্র চিরদিন?

"নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
অন্য কিছু তব কাছে, ছাড়হ আমায়,
দেখ, পশুপতি, এবে কোদণ্ড সহায়ে
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।"

ইন্দ্রের ভৎর্সনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল, বীরভদ্রে চাহি;
কহিলা বাসবে "শান্ত হও, সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।

"এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—
পরশে শরীর তার?—হা রে বৃত্রাসুর!
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি?"

বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা ভয়ঙ্কর নাদে।

গর্জ্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্তে গোমুখী-গহ্বরে;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়—
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্য বিশ্বব্যাপী।

ধরিলা সংহারমূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনলসমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র ছাড়িয়া সম্মুখ
ঈশানী পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চে করিলা সম্ভাষ—

" সম্বর, সম্বর, দেব, সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টি বিনাশন,
সম্বরণ কর শীঘ্র সংহারমূরতি। .

" কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতামানব?
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্বধ্বংস কর?

" কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টি না থাকিবে;
ভবিতব্য-লিপি, দেব, না কর খণ্ডন,
সম্বর সংহার-মূর্ত্তি, ঈশ, উমাপতি।"

পার্ব্বতী-বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রবেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত মূরতি—
রজতগিরি-সন্নিভ ধবল অচল
ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা।

সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা
" আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য এ শূল-নিক্ষেপে
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হৈবে অকস্মাৎ।

" পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচিমুনির সন্নিধান,
মহা তেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিত্রহৃদয়।

" দধীচির পূত-অস্থি বিশ্বকর্ম্মা-করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র—অমোঘসন্ধান ;
সংহার-ত্রিশূলতুল্য তেজঃ সে আয়ুধে,
প্রলয়বিষাণ শব্দে হুঙ্কারিবে সদা ;

" অব্যর্থ বলিয়া অস্ত্র ত্রিলোকবিখ্যাত
হইবে সে চিরকাল, তীব্র বহ্নিময় ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাৎ ;
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হৈবে অভিহিত।

" ব্রহ্মার দিবার অন্তে সায়াহ্নে যখন
সূর্য্যরথ অস্তাচল-চূড়া পরশিবে,
করিবে নিক্ষেপ বজ্র বৃত্র-বক্ষস্থলে—
যাও উদ্ধারিতে শচী, সত্বরে বাসব

" বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু-আরাধনা ধরি,
সেই স্থানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"

শুনিয়া শঙ্কর-বাক্য সহর্ষ বাসব,
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে,
বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচিপার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে।

---

# একাদশ সর্গ।

সমরে অমর পুনঃ হৈলা পরাভব,
অমরাবতীতে দৈত্যে আনন্দ-উৎসব।
জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে পথে পথে ;
ভ্রমিছে দানববৃন্দ পূর্ণ মনোরথে।
রথব্রজ সুসজ্জিত, সুসজ্জিত হয়,
সজ্জনাশোভিত শান্ত কুঞ্জর-নিচয়,
আরূঢ় সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত ;
সমূহ অমরা ব্যাপি ভ্রমে অবিরত।
পুষ্পমাল্যে পরিপূর্ণ গৃহ হর্ম্ম্যরাজি,
বর্ত্মপাশে শোভে দিব্য পতাকায় সাজি ;
সিঞ্চিত-সুগন্ধি-বারি স্নিগ্ধ পথিকুল ;
চতুষ্পথ পথ-উর্দ্ধে বিন্যাসিত ফুল।
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল-শিখরে-শিখরে
বিজয়দুন্দুভি, হুহু জলদের স্বরে ;
ভাসিছে আনন্দে দৈত্যরমণীমণ্ডলী,
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র, পতি, বক্ষে দলি ;
মার্জ্জিত পুষ্পের হার গ্রথিত যতনে
পরাইছে পতিপুত্রে প্রফুল্লিত মনে।

মঙ্গল-সূচনা নানা, মঙ্গল-বাদন,
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নর্ত্তন।
পদব্রজে গীতিজীবি চিত্ত-উৎসাহিত,
গাইয়া ভ্রমিছে সুখে বিজয়সঙ্গীত।
অসীম আনন্দ মনে, দিতিসুতগণে
সুখে নিরখিছে আস্ত আশার দর্পণে ;—
সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী—
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ,
বিচলিত কেশবেশ, স্খলিত বসন ;
অঞ্চল লুটায় ভূমে, কঞ্চুলিকা খসে,
রসনা ত্যজিয়া শ্রোণি নিতম্ব পরশে ;
বক্ষ ছাড়ি ভুজশিরে উঠে একাবলী ;
কুণ্ডল চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলি ;
মঞ্জীর ছাড়িয়া পদ পড়ে ক্ষিতিতলে ;
চরণ-অলক্ত লুপ্ত, পৃক্ত রেণুদলে।
ছুটিছে আনন্দস্রোত ত্রিদিব পূরিয়া,
ভ্রমিছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া ;
রুদ্রপীড় যশোগীত সর্ব্বজন মুখে,
বৃত্রের বিক্রম সর্ব্বজন ভাবে সুখে।

বৈজয়ন্ত মাঝে ঐন্দ্রিলার নৃত্যাগারে,
দৈত্যপতি পুত্র-মুখ আনন্দে নেহারে।
ঐন্দ্রিলা বসিয়া বাম-পার্শ্বে হাস্যমুখ,
শচীর হরণ-বার্ত্তা শুনিতে উৎসুক।
রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈত্যরাজ,
কহিলা "তনয়, দীপ্ত দৈত্যের সমাজ
তোমার যশঃ-প্রভায়, তোমার বিক্রমে ;
কিরূপে আনিলা শচী কহ অনুক্রমে।"
রুদ্রপীড়—বৃত্রপুত্র—বাক্য সুবিনীত
কহিলা পিতারে চাহি "সামান্য সে, পিতঃ,
সামান্য বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আসি যেবা চমৎকার,
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—
নির্জীব নিরখি কেন অমর-নিচয়ে?
কবে হৈল, কিবা যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল?
কোন্ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল?
বড়ই রহিল ক্ষোভ—আমি সে সমরে
না লভিনু কোন যশঃ যুঝিয়া অমরে!
না জানি যে ভাগ্যধর কত সুসৈনিক,
আমার পূর্ব্বের যশঃ করিল অলীক।

কি সামান্য খ্যাতি লভি জয়ন্তে জিনিয়া ?
কিবা কীৰ্ত্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়া ?
অন্ত না থাকিত, কীৰ্ত্তি হইত অক্ষয়,
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে কৈলে পরাজয় !
বৃথা সে জল্পনা, তাত, কহিয়া সম্বাদ,
প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহ্লাদ।”
রুদ্রপীড়-বাক্যে তবে দনুজের পতি
কহিলা “ তনয়, নাহি হও ক্ষুণ্ণমতি।
যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়,
ছিলে না এ দেবাসুর যুদ্ধে সে সময় ;
থাকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত,
অথবা পূৰ্ব্বের যশে মালিন্য ধরিত।
মহাপরাক্রান্ত যত সেনাপতি মম
সৰ্ব্বজনে এ সমরে হৈলা অসম্ভ্রম।
শুন তবে, চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ,
সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ।
নৈমিষ কাননে গতি করিলা যখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার যত সুরগণ
চারিধারে একেবারে বিষম সাহসে
আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরষে ;

পাইল কি না পাইল ইন্দ্র-সমাচার
কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রমে দুর্ব্বার
পশিতে লাগিল দ্বার করিয়া উচ্ছেদ,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীরচূড়া, ভিত্তি করি ভেদ ;
তিন অহোরাত্রি দৃষ্টি-শ্রুতি-পথ রোধে,
অম্বরে অস্ত্রের বৃষ্টি উভপক্ষ যোধে।
দেবতা দৈত্যের জান সমরের প্রথা,
জান ত কি দুর্নিবার সংক্রুদ্ধ দেবতা ;
বৈশ্বানর অরুণের জানত প্রতাপ,
একে একে যুঝে যদি ধরিয়া উত্তাপ ;
বরুণের তীব্রবেগ, প্রভঞ্জন-বল,
পার্ব্বতীপুত্রের বীর্য্য, সমর-কৌশল,
অবগত আছ সর্ব্ব ; একত্রে সে সবে,
একেবারে প্রজ্জ্বলিত করিল আহবে।—
অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম তোরণে ;
সূর্য্য দেখা দিলা পূর্ব্বে সহস্র-কিরণে ;
উত্তর তোরণে দোঁহে বরুণ পবন ;
পুরদ্বার লৈলা নিজে পার্ব্বতী-নন্দন।
অসংখ্য অমর-সৈন্য সংহতি সবার
একেবারে ভেদ কৈলা পুরী চারিদ্বার।

পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ, বীরবর্গ যত,
রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে অবিরত ;
তুমুলরণসংকুল উভয় সেনায়,
পরাজয় দৈত্যদলে, জয় দেবতায়॥
অসহ্য দুর্দ্ধর বেগে একান্ত অস্থির,
ভঙ্গ দিলা যুদ্ধ ত্যজি দৈত্য পক্ষ-বীর।
পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল ;
বিত্রস্ত অসুর সৈন্য আতঙ্কে বিহ্বল।
তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিরত
আদিতেয়গণে করি পুরী-বহির্গত॥
পূর্ব্ব রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে,
এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে ;
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ, অদ্ভুত বিক্রম ;
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহুশ্রম ;
তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূলপ্রহারে,
একেবারে বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে।
দেবের যে মৃত্যু, সবে এবে সে মূর্চ্ছায়—
কত কাল না ভুগিব আর সে জ্বালায়॥”
শুনিতে শুনিতে, রুদ্রপীড়-সর্ব্বকায়
লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ-ছটায় ;

বিস্ফারিত নেত্র, উরঃস্থল বিস্ফারিত—
গুণ-ছিন্ন হৈলে যথা ধনু প্রসারিত,
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে,
ব্যালগ্রাহী-কোলাহল শুনিলে অন্তরে—
সেই ভাবে রুদ্রপীড় চাহিয়া জনকে
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ, হলকে হলকে।
কহিল " হা পিতঃ, মম না ঘটিল ভাগে
যুঝিতে সে দেবাসুর-যুদ্ধে অনুরাগে ;
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন দুষ্কর—
চির-আশা এত দিনে হইল অন্তর !"
বৃত্রাসুর কহে " পুত্র, না ভাব বিষাদ,
কহ এবে শুনি তব নৈমিষ-সম্বাদ।
বহু খ্যাতি কৈলা লাভ সে কার্য্য সাধনে,
পূরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।"
পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি-অন্ত
প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত ;
কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা-আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লৈয়ে, শীর্ষ করিলা চুম্বন ;—

কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন,
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত, কিবা তার রূপ;
হাব, ভাব, হাসিভঙ্গি, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শত বার ;
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ, ভুরু কি প্রকার ;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শত বার শত ছলে করিলা শ্রবণ।
রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি-রূপবতী,
বর্ণিতে সেরূপ নাহি আইসে ভারতী ;
রূপ হৈতে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার(ই) চিত্তে সভ্রম-উদয় ;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ;
দেবী বটে, বটে শচী শক্রের বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভান্বিতা।"
শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।

বহু দিন হৈতে শচীরূপের গরিমা,
বহু দিন হৈতে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে—কখন কদাচ;
আঁচে শুনা, আঁচে জানা, কটুতার আঁচ
পরাণে আছিল অগ্রে; শুনিত ভুলিত;
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত।
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপ গুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন।
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহু দূরে
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে;
নিকটে আইলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য, হৃদয়ে জ্বলে, চিতার দহন।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে. গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল;
সৌরভ যে এত তার, মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল;
তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
বৃত্রাসুরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—

" যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন ;
সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী !
আমার এ কেশ, তার কুন্তল তুলায়,
চারুতায়, মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায় !
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?
সিংহীর চলনি তার, আমি সে শৃগালী ?
শুন, হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী, কিঙ্করীর বেশে
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে, রূপব্যাখ্যা শেষে ;
রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চায় ?
দেখি আগে কেমন সে চামর ঢুলায় ;
দেখি আগে হাতে দিয়া তাম্বূল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গ-সংস্কার ;
কেমন পরায় বাস, সাজায় ভূষণ,
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;

জানে যদি ভালমত হাব ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তারে, শিখাবে বিলাস ;
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে ;
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ, রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে।
আন তারে, দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজ মহোৎসবে সুমেরুশিখর ;
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিনী,
হইয়া বসনভূষাতাম্বুল-বাহিনী ;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোমদুহিতা কিম্বা দৈত্য-মহিলার !”
শুনিয়া জননী-বাক্য, বিনীত-বচনে
রুদ্রপীড় কহে, মাতঃ, কষ্ট কি কারণে ?
দাসী হৈতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী ;
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?”
পুত্রের বচনে, চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কূট, নেত্র-অনিমিষ
ঐন্দ্রিলা কহিলা, “পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?

বামন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারী মাঝে আমা হৈতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল—সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
"অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ॥"

কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈলা আকুলপরাণী॥
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল ;
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ, শ্রুতি-বিদারণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত ;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ;

ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয় ;
সদ্যজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে ;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল্‌টলমল্‌ ত্রিদশ-আলয় :
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয় ;
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরুশিখর ;
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিল কঙ্কণ ;
রুদ্রপীড় অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" বলিয়া উঠিল ॥

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

*Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.*